বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৫ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫
www.brdb.gov.bd

নম্বর: ৪৭.৬২.০০০০.৫১৪.০২.৩১৮.২১-১১০৯৬ তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০২৩

অফিস আদেশ

কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্যোগে মূলধন সহায়তার লক্ষ্যে ২০২১ সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রণোদনা হিসেবে বিআরডিবি'র অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ তহবিল হতে বিআরডিবি'র ২০,২১২ জন সুফলভোগীকে দু'বছর মেয়াদে উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ঋণ গ্রহীতা উদ্যোক্তাদের নিকট হতে মাসিক কিস্তি আদায়পূর্বক তা প্রতি উপজেলায় ঘূর্ণায়মান তহবিলে জমা করা হচ্ছে। বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ৫৩তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত তহবিল পুনঃবিনিয়োগের লক্ষ্যে **"পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩"** জারি করা হলো। নির্দেশিকাটি যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

বিআরডিবি'র স্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সংযুক্তি: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩

১৬/১০/২৩

আঃ গাফ্ফার খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন: ৮১৮০০০২
E-mail: dgbrdb@gmail.com

নম্বর: ৪৭.৬২.০০০০.৫১৪.০২.৩১৮.২১-১১০৯৬ তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০২৩

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। পরিচালক (সকল) ....., বিআরডিবি, ঢাকা/সিলেট।
২। যুগ্মপরিচালক (সকল) ....., বিআরডিবি, ঢাকা।
৩। কর্মসূচি পরিচালক/নির্বাহী পরিচালক (সকল) ....., বিআরডিবি, ঢাকা/ফরিদপুর/রংপুর/গাইবান্ধা।
৪। উপপরিচালক, বিআরডিবি ..... জেলা (সকল)।
৫। উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং), বিআরডিবি, ঢাকা (নির্দেশিকাটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬। উপপরিচালক (সমবায়/ঋণ/সেচ/মার্কেটিং/সম্প্রসারণ/বিশেষ প্রকল্প), বিআরডিবি, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১৬/১০/২০২৩

ফারুক আহমেদ জোয়ার্দ্দার
যুগ্মপরিচালক
(সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)
০১৭১১৯৮০৪১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩

১৬ অক্টোবর ২০২৩

পল্লীভবন, ৫ কাওরানবাজার, ঢাকা
www.brdb.gov.bd

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি
বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	প্রেক্ষাপট	১
২	প্রযোজ্যতা ও প্রাধিকার	২
৩	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য	২
৪	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য	২
৫	সুফলভোগী জনগোষ্ঠী	৩
৬	ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	৪
৭	আবেদনপত্র বাছাই প্রক্রিয়া	৪
৮	উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটি	৫
৯	আবেদন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি	৫
১০	বিনিয়োগের খাতসমূহ	৬
১১	ঋণের প্রয়োজনীয় জামানতসমূহ	৬
১২	ঋণ তহবিল, ঋণের সীমা, মেয়াদ, সেবামূল্য ও সঞ্চয় আদায়	৬
১৩	সঞ্চয় আদায়, হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	১১
১৪	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন স্টিয়ারিং কমিটি	১২
১৫	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন তদারকি কমিটি	১৩
১৬	বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন ও ঋণ মঞ্জুরি	১৩
১৭	ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া	১৫
১৮	ঋণ নথি সংরক্ষণ	১৬
১৯	অর্থ ছাড়করণ ও ব্যাংক হিসাব পরিচালনা	১৭
২০	হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত বহি ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সংরক্ষণ	১৭
২১	ঋণ আদায় প্রক্রিয়া	১৮
২২	মনিটরিং ও রিপোর্টিং	২১
২৩	আদায়কৃত ঋণ/অব্যবহৃত তহবিল ফেরত বা স্থানান্তর	২১
২৪	অডিট	২১
২৫	অভিযোগ প্রতিকার	২২
২৬	নির্দেশিকা সংশোধন	২২
২৭	পরিশিষ্টসমূহ (ফরম)	২৩-৪২

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩

১৬ অক্টোবর ২০২৩

১. প্রেক্ষাপট

কোভিড-১৯ মহামারিতে পল্লী এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বাভাবিক আয়বর্ধন ও জীবিকায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং বিদেশ/শহর ফেরত কর্মহীন ব্যক্তি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আগ্রহী নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্যোগে মূলধন সহায়তার লক্ষ্যে ২০২১ সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করেন। তদপ্রেক্ষিতে ঐ বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর অনুকূলে প্রথম দফায় ১৫০ কোটি এবং ৯ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফায় আরও ১৫০ কোটি, সর্বমোট ৩০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন বিআরডিবি'র উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচির (পিইপি) জন্য ৯৫.০৪ কোটি টাকা এবং বিআরডিবি'র সাধারণ সুফলভোগীদের জন্য ২০৪.৯৬ কোটি টাকা যথাযথভাবে বিতরণের উদ্দেশ্যে গত ২০২১ সনের ২৪ জুন "কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা" জারি করা হয়।

'কোভিড প্রণোদনা ঋণ' নামে পরিচিতি পাওয়া বর্ণিত ৩০০ কোটি টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের শর্ত এবং বিআরডিবি পরিচালনা পর্ষদের ৫১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেশের ৬৪ জেলার ৪৭৮ উপজেলায় ২০ হাজার ২১২ জন সুফলভোগী উদ্যোক্তার মাঝে বিতরণ করা হয়।

কোভিড প্রণোদনা বাবদ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিআরডিবি'র অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দকালে জারিকৃত সরকারি পত্রের ৫ নং শর্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সুদে-আসলে আদায়কৃত সমুদয় অর্থ এতদুদ্দেশ্যে গঠিত রিভলভিং ফান্ডে জমা রাখতে হবে।" অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মাফিক বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরসমূহ রিভলভিং ফান্ড গঠনপূর্বক সুফলভোগী পল্লী উদ্যোক্তাদের মাঝে ঐ ঋণের অর্থ বিনিয়োগ এবং ঋণের কিস্তি আদায়পূর্বক তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করছে। এতে উপজেলাগুলোতে রিভলভিং ফান্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তহবিল জমা হওয়ায় এবং ঐ ঋণের ব্যাপক চাহিদা থাকায় বিআরডিবি'র সুফলভোগী সমবায়ী কৃষক, মহিলা ও অন্যান্য সদস্যদের মাঝে নতুন করে বিনিয়োগের ক্ষেত্র যেমন প্রস্তুত হয়েছে, তেমনি ঋণের কিস্তি হিসেবে আদায়কৃত বিপুল পরিমাণ টাকা উপজেলাগুলোর ব্যাংকে অব্যবহৃত ও অলস পড়ে থাকায় তা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষতির কারণ হচ্ছে।

অন্যদিকে, বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় সীমিত পরিসরে হলেও দীর্ঘদিন যাবত উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মসূচিসমূহের এ উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে তদারকি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আমলে নিয়ে বিআরডিবি'র কোভিড প্রণোদনা ঋণ তহবিল পুনঃবিনিয়োগ ও বিদ্যমান উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে একক নির্দেশিকা বা নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি বিবেচনায় "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. প্রযোজ্যতা ও প্রাধিকার

২.১ বিআরডিবি'র আওতায় মূল কর্মসূচিভুক্ত কৃষক ও মহিলা সমবায়ী সদস্য এবং নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে চলমান কর্মসূচিসমূহ যথা- সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক), পল্লী প্রগতি কর্মসূচি, উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি), উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক) এবং গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি (গিরপা) এর নিয়মিত সুফলভোগী সদস্যবৃন্দ "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" এর আওতায় পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের জন্য উপযোগী হবেন এবং তাদের জন্য এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। স্ব স্ব কর্মসূচির বিদ্যমান বাস্তবায়ন নীতিমালা বা নির্দেশিকার অভ্যন্তরে এসএমই বা উদ্যোক্তা ঋণ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের (যদি থাকে) স্থলে ক্রমান্বয়ে "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" অনুসরণীয় হবে।

২.২ "কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা" এর আওতায় বিআরডিবি'র যে সকল সদস্য ইতোপূর্বে উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করে সফলতার সাথে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেছেন এবং ঋণ খেলাপি করেননি, সেই সকল সদস্য "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" এর আওতায় পুনরায় উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের জন্য উপযোগী হবেন এবং তাদের জন্য এই নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

২.৩ বিআরডিবি'র আওতায় চলমান এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ এবং ঐ সকল প্রকল্পের সুফলভোগীদের ক্ষেত্রে "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" প্রযোজ্য হবে না, এবং ঐ সকল প্রকল্পের সুফলভোগীরা উদ্যোক্তা তহবিল হতে ঋণ গ্রহণের জন্য উপযোগী হবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত মেয়াদ সমাপ্তির পর কোন প্রকল্প বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মসূচি আকারে অন্তর্ভুক্ত হবার পর ঐ কর্মসূচির সুফলভোগী যারা প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ সীমা অতিক্রম করে এ নীতিমালার ৫.১.১ অনুচ্ছেদের বিধানাবলি সাপেক্ষে উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবেন তাদের ক্ষেত্রে "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" প্রযোজ্য হবে এবং তারা উদ্যোক্তা তহবিল হতে ঋণ সহায়তা পাবেন।

২.৪ "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" জারি হবার পর এটি পূর্বতন "কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা" এর স্থলাভিষিক্ত হবে এবং এটি বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান সকল কর্মসূচির জন্য তাদের স্ব স্ব তহবিল দ্বারা পরিচালিত উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে প্রযোজ্য হবে।

৩. পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'আমার গ্রাম আমার শহর' ও 'স্মার্ট বাংলাদেশ' দর্শনকে উপজীব্য করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন ব্যবস্থার ক্রমাগত অগ্রগতি সাধন, পল্লী অঞ্চলে কৃষি ও অকৃষি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় উদ্যোগকে বেগবান করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে অধিকতর গতিশীল করা এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন।

৪. পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

বিআরডিবি'র সেবা কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় রেখে কোভিড প্রণোদনা ঋণ তহবিল পুনঃবিনিয়োগ এবং চলমান কর্মসূচিসমূহের সকল পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত পরিচালিত হবে--

(১) পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করে কৃষি ও অকৃষি খাতে গ্রামীণ শিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা;

(২) প্রান্তিক এলাকায় কর্মসৃজন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা;

(৩) বিআরডিবি'র সুবিধাভোগী সদস্যদের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে আয় উৎসারী কর্মকান্ডে প্রান্তিক অবস্থান থেকে উদ্যোক্তা হওয়ার পথে কিছুটা সফল হয়েছেন এবং নিকট ভবিষ্যতে পল্লী উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়ার মত সম্ভাবনাময় অবস্থানে আছেন তাদের কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করা;

(৪) গ্রামীণ পর্যায়ে সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করা;

(৫) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা।

৫. সুফলভোগী জনগোষ্ঠী

বিআরডিবি'র আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা, উপকরণ সরবরাহসহ অন্যান্য সেবা-সহযোগিতা কাজে লাগিয়ে পল্লী উন্নয়ন দল ও সমবায় সমিতির যে সকল সদস্য সুনির্দিষ্ট বিজনেস প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে চান কিংবা ইতোমধ্যেই যারা বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণপূর্বক নিজেদেরকে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদেরকেই পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুফলভোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

সমগ্র বাংলাদেশের সকল উপজেলায় বিআরডিবি'র আওতায় এ ঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

৫.১ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর ক্যাটাগরি

বিআরডিবি'র আওতায় পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুই ক্যাটাগরির সুফলভোগীদেরকে বিবেচনায় নেয়া হবে—

৫.১.১ বিআরডিবি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কর্মসূচি/কার্যক্রমের আওতায় সফল সদস্য ও উদ্যোক্তা

বিআরডিবি'র তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কর্মসূচি বা কার্যক্রমের আওতায় সমবায় সমিতি বা পল্লী উন্নয়ন দলভুক্ত যে সকল সফল নারী বা পুরুষ সদস্য বা পল্লী উদ্যোক্তা বিআরডিবি হতে ইতোপূর্বে অন্তত **০২ (দুই) দফায়** ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণপূর্বক আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন সামগ্রিকভাবে সে সমস্ত সদস্য পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ পাবার যোগ্য হবেন।

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র কোন কর্মসূচির আওতায় একজন সদস্যের অন্যূন দুই দফায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ এবং তা সুনামের সাথে পরিশোধের সন্তোষজনক রেকর্ড থাকতে হবে। কোনক্রমেই কোন সমিতি বা দলের সদস্য হিসেবে দুই দফার কম সংখ্যক বার ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা একজন সদস্য পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ পাবার যোগ্য হবেন না।

৫.১.২ কোভিড প্রণোদনা ঋণ গ্রহীতা সদস্য

"কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা" এর আওতায় যে সকল সদস্য ইতোপূর্বে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তথা নিয়মিত পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদন ও সেবা সরবরাহের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন করেছেন এবং সাফল্যের সাথে ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করেছেন এবং ঋণ খেলাপি করেননি, সেই সকল সদস্য এ কর্মসূচির

আওতায় পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ পাবার যোগ্য হবেন। প্রণোদনা ঋণ গ্রহীতা কোন সদস্য স্বভাবগত বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঋণ খেলাপি করলে তাকে পুনরায় এ ঋণ প্রদান করা যাবে না। অনিচ্ছাকৃতভাবে কিস্তি খেলাপি কোন সদস্য তার পরিস্থিতি ব্যাখ্যাপূর্বক ইউআরডিও বরাবর দরখাস্ত করলে সেক্ষেত্রে উপজেলা ঋণ কমিটি ঐ সদস্যের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনান্তে যৌক্তিক বিবেচনা করলে তাকে পুনরায় ঋণ প্রদানের জন্য মনোনীত করতে পারবে।

৬. ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

৬.১ এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৫.১.১ এর আওতায় পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একজন সুবিধাভোগী সদস্যের নিম্নরূপ ব্যক্তিগত যোগ্যতা আবশ্যক বিবেচিত হবে—

(১) এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও উদ্যোক্তা হতে হবে এবং দৃশ্যমান কর্মকান্ড বা এন্টারপ্রাইজ থাকতে হবে;

(২) শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী নারী বা পুরুষ;

(৩) পেশাভিত্তিক কাজে প্রশিক্ষিত/দক্ষ/অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং নিজের ও অন্যের কর্মসংস্থান সৃজনে সক্ষম;

(৪) অন্য কোন সরকারি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ সুবিধাভোগী নন;

(৫) বিআরডিবি হতে ইতোপূর্বে গৃহীত ঋণ সেবামূল্যসহ ১০০% পরিশোধ থাকতে হবে;

(৬) বিআরডিবি'র কোন কর্মসূচি বা কার্যক্রমের আওতায় সমিতি বা দলের সদস্য হিসেবে দলীয় শৃঙ্খলা মেনে কমপক্ষে দুইবার ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে সুনামের সাথে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেছেন।

৬.২ এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৫.১.২ এর আওতায় "কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা" অনুযায়ী কোভিড প্রণোদনা তহবিল হতে ইতোপূর্বে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতা একজন সদস্যের নিম্নরূপ ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক হবে—

(১) শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী নারী বা পুরুষ;

(২) তিনি এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন;

(৩) দৃশ্যমান ব্যবসায় উদ্যোগ পরিচালনা করেছেন এবং একজন উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে সফল প্রমাণ করেছেন;

(৪) ইতোপূর্বে গৃহীত পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের কিস্তি নিয়মিতভাবে সুনামের সাথে পরিশোধ করেছেন;

(৫) ইতোপূর্বে গৃহীত পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ সেবামূল্যসহ ১০০% পরিশোধ আছে;

(৬) মাসিক কিস্তি পরিশোধের সময় নির্ধারিত পরিমাণ সঞ্চয় নিয়মিতভাবে জমা করেছেন।

(৭) অন্য কোন সরকারি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ সুবিধাভোগী নন।

৭. আবেদনপত্র বাছাই প্রক্রিয়া

৭.১ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণে আগ্রহী সদস্য নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-২) ঋণের আবেদনপত্র ও বিজনেস প্ল্যান (পরিশিষ্ট-৭) দাখিল করবেন।

৭.২ ঋণের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ইউআরডিও সংশ্লিষ্ট মাঠ সংগঠক/মাঠ সহকারী/গ্রাম সংগঠক/ পরিদর্শককে সরেজমিনে যাচাই-বাছাইয়ের নির্দেশনা দেবেন। সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী আবেদনকারী সদস্যের জন্য প্রোফাইল (পরিশিষ্ট-১) প্রস্তুত করে সুস্পষ্ট মতামতসহ এআরডিও'র নিকট দাখিল করবেন।

৭.৩ মাঠ সংগঠক/মাঠ সহকারী/গ্রাম সংগঠক/পরিদর্শকের নিকট থেকে সদস্যের ঋণ আবেদনপত্র, বিজনেস প্ল্যান ও প্রোফাইলসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তির পর এআরডিও ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে

নিজে সরেজমিনে যাচাই-বাছাইপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)-এর নিকট দাখিল করবেন।

৭.৪ এআরডিও'র মতামত প্রাপ্তির পর ইউআরডিও সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক উদ্যোক্তা সদস্যের ঋণের আবেদনপত্রসহ সকল কাগজপত্র নিজে যাচাই করে দেখবেন। আবেদনকারীদের মধ্যে যারা পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবেন তাদের নামের তালিকা উপজেলা পর্যায়ে একটি আলাদা রেজিস্টার খুলে সংরক্ষণ করবেন। অতঃপর ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে **'উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটি'**তে উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৮. উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটি

৮.১ কমিটির গঠন

(১)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	:	সভাপতি
(২)	সংশ্লিষ্ট মাঠ সহকারী/মাঠ সংগঠক/গ্রাম সংগঠক/পরিদর্শক (যিনি কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকবেন)	:	সদস্য
(৩)	হিসাবরক্ষক (রাজস্ব)	:	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির এআরডিও (যদি থাকে)	:	সদস্য
(৫)	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (রাজস্ব)	:	সদস্য সচিব

এআরডিও না থাকলে হিসাবরক্ষক (রাজস্ব) সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

৮.২ কমিটির কার্যপরিধি

(১) উপজেলা পর্যায়ে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতা সদস্য/উদ্যোক্তা নির্বাচন;

(২) সদস্যের আবেদনপত্র, বিজনেস প্ল্যানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র যাচাই-বাছাই;

(৩) ঋণ প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন;

(৪) উপজেলা পর্যায়ে ঋণ আদায় পর্যালোচনা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সদস্যদের সঞ্চয় সমন্বয়, কর্মচারী ব্যবস্থাপনাসহ উদ্ভুত যেকোন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ, ইত্যাদি।

৯. আবেদন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি

(১) যথাযথভাবে পূরণকৃত ঋণ আবেদন ফরম (পরিশিষ্ট-২);

(২) এআরডিও কর্তৃক সত্যায়িত জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (উভয় পৃষ্ঠা);

(৩) সমিতি/দলের সিদ্ধান্তের রেজুলেশনের সত্যায়িত ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৪) বিজনেস প্ল্যান (পরিশিষ্ট-৭);

(৫) এআরডিও কর্তৃক সত্যায়িত আবেদনকারীর দুইকপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি;

(৬) উদ্যোক্তার বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান/কর্মকান্ডের রঙিন ছবি;

(৭) অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ঋণ নেই মর্মে উদ্যোক্তার অঙ্গীকারপত্র;

(৮) কর সনাক্তকরণ সার্টিফিকেটের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৯) ডিলিং লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(১০) ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), প্রভৃতি।

১০. বিনিয়োগের খাতসমূহ

১০.১ বিনিয়োগের খাত নির্বাচনের শর্ত

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষিভিত্তিক অন-ফার্ম ও অফ-ফার্ম কার্যক্রম এবং আয় উৎসারী কর্মকান্ডে সেবাখাতসহ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য সম্ভাব্য যে কোন খাতকে বিবেচনায় নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে 'উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটি'র বিবেচনাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কমিটি নিম্নরূপ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিনিয়োগের খাত নির্বাচন করতে পারেন—

(১) স্থানীয়ভাবে উদ্যোক্তাদের চাহিদা;
(২) উদ্যোগের নতুন নতুন আইডিয়া;
(৩) অল্প বিনিয়োগে স্বল্পতম সময়ে অধিক মুনাফা সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন উদ্যোগসমূহ;
(৪) যে সকল উদ্যোগে বেশি সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়;
(৫) যে সকল উদ্যোগে ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম;
(৬) যে সকল উদ্যোগের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা বেশি;
(৭) সম্ভাবনাময় আয় উৎসারী অন্যান্য খাত।

১০.২ বিনিয়োগের কতিপয় খাতের উদাহরণ

ফুল/ফলমূলের চাষ, মৌমাছি চাষ, ডেইরি ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম, নার্সারি, মৎস্যচাষ/হ্যাচারি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বেকারি, ধান ভানা/চাতাল, মৃৎশিল্প, শতরঞ্জি শিল্প, তাঁত বা বুনন শিল্প, তৈরী পোশাক শিল্প, কাঠ/স্টিলের আসবাবপত্র বা সরঞ্জাম তৈরি, কাঁসা-পিতল-ব্রোঞ্জ শিল্প, প্লাস্টিক/মেলামাইন শিল্প, লোকাল মটরযান/বোট নির্মাণ শিল্প, মোবাইল ফোন দোকান/বিজনেস, গহনা তৈরি (স্বর্ণ, রুপা, সিটিগোল্ড, মাটি, কাঠ), মোমবাতি তৈরি, মশার কয়েল তৈরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মনিহারি দোকান, মোবাইল মেরামত, কম্পিউটার কম্পোজ/ফটোকপিয়ার ব্যবসায়, অনলাইনভিত্তিক আর্থিক লেনদেন ব্যবসায় (যেমন, বিকাশ এজেন্ট), বিউটি পার্লার এবং আয় উৎসারী অন্যান্য খাত।

১১. ঋণের প্রয়োজনীয় জামানতসমূহ

(১) ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পের উপর ঋণ গ্রহীতা সদস্যের চুক্তিনামা (পরিশিষ্ট-৪);
(২) ৫টি রেভিনিউ স্ট্যাম্পসহ কার্টিজ পেপারে উপযুক্ত ব্যক্তি জামিনদারনামা (Man Security/ Gauranter) (পরিশিষ্ট-৫);
(৩) পোস্টডেটেড ক্রসড্ চেক (নতুন ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ১৬টি, পুরাতনদের ক্ষেত্রে ১৮টি) [পোস্টডেটেড চেক জমা রাখার আবেদনপত্র সহ (পরিশিষ্ট-৮)]; এবং
(৪) অন্যান্য প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি।

১২. ঋণ তহবিল, ঋণের সীমা, মেয়াদ, সেবামূল্য ও সঞ্চয়

১২.১ ঋণ তহবিলের উৎস

নিম্নের উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বিআরডিবি'র ঘূর্ণায়মান পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল গঠিত হবে—
(১) কোভিড প্রণোদনা বাবদ বরাদ্দপ্রাপ্ত তহবিল হতে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ান্তে গঠিত রিভলভিং ফান্ড;
(২) ঋণের কিস্তির সাথে আদায়কৃত সেবামূল্যের রিভলভিং ফান্ডের (RLF) অংশ;
(৩) ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষিত ঋণ তহবিলের (Seed Capital) বিপরীতে প্রাপ্ত সুদ;

(৪) বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহের বিদ্যমান এসএমই বা উদ্যোক্তা তহবিল;

(৫) কেন্দ্রীয় বা স্থানীয়ভাবে আহরিত সম্পদ;

(৬) সরকার বা অন্য কোন সংস্থা হতে সময়ে সময়ে প্রাপ্ত তহবিল বা অনুদান; ইত্যাদি।

১২.২ ঋণ সীমা

(১) একজন উদ্যোক্তা সদস্যের একক ঋণের সীমা হবে সর্বনিম্ন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত।

(২) প্রথম দফায় একজন উদ্যোক্তা সদস্যকে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করা যাবে।

(৩) প্রথম ধাপের পর পরবর্তী প্রতি ধাপে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে তহবিল সংস্থান সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ২৫% সিলিং বৃদ্ধি করা যাবে।

(৪) বিজনেস প্ল্যানের ভিত্তিতে উদ্যোক্তার প্রকৃত চাহিদা, বিনিয়োগের সক্ষমতা, কর্মকান্ডের ধরন, কর্মকান্ডে তার নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ ইত্যাদির উপর ঋণের পরিমাণ নির্ভর করবে।

(৫) সর্বক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের জন্য বিজনেস প্ল্যানে উল্লিখিত সর্বমোট বিনিয়োগের ন্যূনতম ৩০% ঋণ গ্রহীতা নিজে বিনিয়োগ করবেন।

১২.৩ ঋণের মেয়াদ:

একজন উদ্যোক্তা সদস্যের জন্য বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের মেয়াদ হবে ১৮ মাস। এ সময়ের মধ্যে—(ক) নতুন ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের ক্ষেত্রে দুই মাস গ্রেস পিরিয়ড থাকবে এবং দুই মাস গ্রেস পিরিয়ড অতিক্রান্তের পর মাসিক ভিত্তিতে আসল ও সেবামূল্যসহ ১৬টি সমান কিস্তিতে ঋণ আদায়যোগ্য হবে; এবং (খ) পুরাতন ঋণ গ্রহীতা উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে কোন গ্রেস পিরিয়ড থাকবে না; অর্থাৎ পুরাতন ঋণ গ্রহীতা কোন উদ্যোক্তা সদস্যকে পুনরায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন গ্রেস পিরিয়ড দেয়া যাবে না। অর্থাৎ দেড় বছর বা ১৮ মাস মেয়াদের মধ্যে মাসিক ভিত্তিতে আসল ও সেবামূল্যসহ ১৮টি সমান কিস্তিতে সমুদয় ঋণ আদায়যোগ্য হবে।

১২.৪ ঋণের সেবামূল্য নির্ধারণ

নির্ধারিত দেড় বছর (১৮ মাস) সময়ের জন্য বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ৯.০০% হারে প্রযোজ্য হবে। তবে ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত দেড় বছর (১৮ মাস) সময়কাল অতিক্রান্ত হলে বকেয়া সমুদয় ঋণ (যদি থাকে) খেলাপি হিসেবে গণ্য হবে; এবং এই মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণের (আসল) উপর প্রতি বছর ফ্ল্যাট রেটে ১১% হারে সেবামূল্য ধার্য্য হবে।

১২.৪.১ ঋণের সেবামূল্য বিভাজন

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের বার্ষিক সেবামূল্যের (৯.০০%) দাপ্তরিক বিভাজন হবে নিম্নরূপ—

(১) কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে সহায়তা	:	৫.৫০%
(২) আরএলএফ প্রবৃদ্ধি	:	২.০০%
(৩) কুঋণ তহবিল	:	০.৫০%
(৪) পরিচালন ব্যয়	:	১.০০%
(ক) সদরদপ্তর	:	০.২০%

(খ) জেলাদপ্তর : ০.১০%

(গ) উপজেলা দপ্তর : ০.৭০%

সর্বমোট = : ৯.০০%

১২.৪.২ কোন সদস্যের ঋণ খেলাপির কারণে বকেয়া আসলের উপর ফ্ল্যাট রেটে বার্ষিক ১১% হারে সেবামূল্য আদায় করতে হবে। তবে কোনক্রমেই বকেয়া সেবামূল্যের উপর নতুন করে সেবামূল্য চার্জ করা যাবে না।

১২.৪.৩ নির্ধারিত ১৮ মাস মেয়াদান্তে ঋণ খেলাপি হবার কারণে অতিরিক্ত ধার্য্যকৃত (১১—৯)=২% সেবামূল্য বিআরডিবি সদরদপ্তরে "পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিলে" প্রেরণ করতে হবে। পিইপি, পদাবিক, পল্লী প্রগতি, গিরপা ও উদকনিক'র নিজস্ব তহবিল দ্বারা উদ্যোক্তা ঋণ বিনিয়োগ করা হলে সেক্ষেত্রে বর্ণিত ২% তহবিল ব্যবহারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পৃথক নির্দেশনা জারি করবেন।

১২.৪.৪ "কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে সহায়তা" এর ৫.৫০ ভাগ অর্থ ব্যয়

(ক) বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের কোন কর্মচারী (উদাহরণস্বরূপ—মউ এর মাঠ সংগঠক) মাঠ পর্যায়ে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করলে সেক্ষেত্রে সেবামূল্য হতে "কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে সহায়তা" বাবদ অর্জিত বা প্রাপ্ত ৫.৫০ টাকার মধ্য হতে ১.০০ টাকা ঐ নির্দিষ্ট মাঠকর্মী প্রণোদনা বা ইনসেনটিভ হিসেবে উপজেলা দপ্তর হতে মাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্য হবেন; এবং অবশিষ্ট (৫.৫০—১.০০)=৪.৫০ টাকা উপজেলা পর্যায়ে ব্যয়যোগ্য হবে না, বরং তা সদরদপ্তরে "পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিলে" প্রেরণ করতে হবে।

(খ) উপজেলা পর্যায়ে বিআরডিবি'র কর্মসূচি বা ইউসিসিএ'র কোন মাঠকর্মী/পরিদর্শক (উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক বা একাধিক ব্যক্তি) উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করলে সেক্ষেত্রে সেবামূল্য হতে "কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে সহায়তা" বাবদ অর্জিত বা প্রাপ্ত ৫.৫০ টাকার মধ্য হতে ১.০০ টাকা ঐ নির্দিষ্ট মাঠকর্মী/পরিদর্শক প্রণোদনা বা ইনসেনটিভ হিসেবে উপজেলা দপ্তর হতে মাসিক ভিত্তিতে প্রাপ্য হবেন; এবং অবশিষ্ট (৫.৫০—১.০০)=৪.৫০ টাকা ঐ নির্দিষ্ট মাঠকর্মী/পরিদর্শকের নিয়মিত বা রেগুলার ব্যক্তিগত (Individual) বেতন-ভাতাদির ফান্ডে যুক্ত হবে, যা হতে ঐ মাঠকর্মী/পরিদর্শককে নিয়মিত বেতন-ভাতা প্রদান করা যাবে, এবং এ তহবিলে জমাকৃত অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে তা হতে ঐ মাঠকর্মী/পরিদর্শকের অনুকূলে গ্রাচুইটি বাবদ বিধি মোতাবেক অর্থ (বছরে দুটি বেসিক বেতন) জমা দেয়া যাবে। এরপরও ঐ মাঠকর্মী/পরিদর্শকের বেতন-ভাতা খাতে জমাকৃত তহবিল উদ্বৃত্ত থাকলে তা ঐ নির্দিষ্ট মাঠকর্মী/পরিদর্শকের চাকরি সমাপনান্তে তাকে এককালীন প্রদান করা যাবে।

(গ) পিইপি'র ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সেবামূল্য হতে *"কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে সহায়তা"* বাবদ অর্জিত বা প্রাপ্ত ৫.৫০ ভাগ অর্থ কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সংশ্লিষ্ট সাধারণ তহবিলে জমা হবে। অন্যান্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে স্ব স্ব কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল হতে স্বতন্ত্রভাবে তাদের সুফলভোগীদেরকে উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে কর্মচারী বেতন-ভাতা খাতে প্রাপ্ত বা অর্জিত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর্মসূচি কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবেন।

১২.৪.৫ আদায়কৃত সেবামূল্যের জেলা ও উপজেলা দপ্তরের হিস্যা বাবদ অর্জিত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র মহাপরিচালক স্বতন্ত্র নির্দেশনা জারি করবেন।

১২.৫ কুঋণ সমন্বয়

ঋণের সেবামূল্য হতে অনুচ্ছেদ ১২.৪.১(৩) মোতাবেক আদায়কৃত কুঋণ বাবদ অর্থের হিসাব যথাসময়ে সংরক্ষণ করতে হবে। ঋণ গ্রহীতা কোন উদ্যোক্তা সদস্য মৃত্যুবরণ করলে, অথবা শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে, অথবা নদীভাঙ্গন বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিঃস্ব হয়ে ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য হারালে, এবং সেক্ষেত্রে ঐ সদস্যের পরিবারের পক্ষে ঋণ পরিশোধের মত কোন সক্ষম লোক না থাকলে, এবং ব্যক্তি জামিনদার ঐ উদ্যোক্তা সদস্যের ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে সেক্ষেত্রে ঐ সদস্যের বকেয়া ঋণ কুঋণ তহবিল হতে সমন্বয়ের প্রস্তাব পরিচালক (সরেজমিন) বরাবর প্রেরণ করতে হবে। উপজেলা দপ্তরে তহবিল সংস্থান সাপেক্ষে এ ধরনের সদস্যের কুঋণ কেইস নিষ্পত্তির বিষয়ে অনুচ্ছেদ ১৫ মোতাবেক সদরদপ্তরে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন তদারকি কমিটি সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

কোন সদস্যের জন্য কুঋণ তহবিল হতে সমন্বয়পূর্বক বকেয়া ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ঐ সদস্যের নিকটজন বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী ইউআরডিও বরাবর লিখিত আবেদন করবেন। আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় মৃত্যুসনদ, ডাক্তারী সনদ, নদীভাঙ্গনজনিত তথ্য প্রমাণ বা অন্যান্য কাগজপত্র (যেক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ইউআরডিও সরেজমিনে যাচাই-বাছাই করবেন এবং প্রাথমিক অনুমোদনের জন্য উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। অতঃপর উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটির সভার রেজুলিউশনসহ ইউআরডিও প্রস্তাবটি সুপারিশসহ জেলার উপপরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সরেজমিনে যাচাই-বাছাই করবেন এবং সুপারিশসহ পরিচালক (সরেজমিন) বরাবর প্রেরণ করবেন।

১২.৬ রিভলভিং ঋণ তহবিলের ব্যাংক হিসাব ও পরিচালনা

বর্তমানে উপজেলা দপ্তরে কোভিড প্রণোদনা ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্তত তিনটি ব্যাংক হিসাব রয়েছে— প্রথমতঃ 'কোভিড-১৯: প্রণোদনা ঋণ তহবিল', যেখানে সিড ক্যাপিটাল গ্রহণ ও ঋণ বিতরণ করা হয়, যার ব্যালেন্স বর্তমানে শূন্য; দ্বিতীয়তঃ 'কোভিড-১৯: প্রণোদনা ঘুর্ণায়মান তহবিল', যেখানে আদায়কৃত ঋণের আসল ও কিস্তির টাকা জমা রাখা হচ্ছে; এবং 'কোভিড-১৯: পল্লী উদ্যোক্তা সঞ্চয় তহবিল', যেখানে ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের আদায়কৃত সঞ্চয়ের টাকা জমা করা হচ্ছে।

যেহেতু বর্তমানে "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" মোতাবেক পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম বিআরডিবি'র নিয়মিত একটি কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে, এবং যেহেতু "কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা" কিংবা এ সংক্রান্ত ব্যাংক হিসাবগুলোর শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে, সুতরাং পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রতি উপজেলায় বিদ্যমান ব্যাংক হিসাবগুলো একীভূত (Merge) করে **"পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, --------- উপজেলা"** শিরোনামে ব্যাংক হিসাব চালু করতে হবে।

এক্ষেত্রে, উপজেলা পর্যায়ে কর্মসূচির প্রধানতম ব্যাংক হিসাব অর্থাৎ 'কোভিড-১৯: প্রণোদনা ঘুর্ণায়মান তহবিল' এর শিরোনাম পরিবর্তনপূর্বক "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, --------- উপজেলা" শীর্ষক শিরোনাম করা এবং সঞ্চয় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবটি বন্ধ (Closed) করে সেখানে জমাকৃত সকল অর্থ "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, --------- উপজেলা" শীর্ষক ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা যেতে পারে। তাহলে উপজেলা পর্যায়ে রিভলভিং ফান্ড আকারে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং সদস্যদের

জমাকৃত সঞ্চয়ের টাকা উপজেলার একমাত্র ব্যাংক হিসাব অর্থাৎ "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, --------- উপজেলা" শীর্ষক ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারবে।

"পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, --------- উপজেলা" শিরোনামে ব্যাংক হিসাবটি লাভজনক এসটিডি অথবা এসএনডি ক্যাটাগরির একাউন্ট হওয়া উত্তম হবে।

এই হিসাব ইউআরডিও এবং এআরডিও'র যৌথ স্বাক্ষরে অথবা এআরডিও'র অবর্তমানে ইউআরডিও এবং হিসাবরক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে পূর্বের ন্যায় পরিচালিত হবে। কর্মসূচির ক্ষেত্রে তাদের উপজেলা দপ্তরের প্রচলিত নির্দেশনা মাফিক ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

১২.৭ পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিল

সদরদপ্তরের সরেজমিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে "পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিল" শিরোনামে একটি পৃথক তহবিল গঠিত হবে। এ জন্য সদরদপ্তরে একটি লাভজনক ব্যাংক হিসাব থাকবে। অনুচ্ছেদ ১৪.১ অনুযায়ী স্টিয়ারিং কমিটি "পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিল" এর বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করবেন।

১২.৭.১ পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিলের অর্থের উৎস

(ক) অনুচ্ছেদ ১২.৪.১ অনুযায়ী আদায়কৃত সেবামূল্যের সদরদপ্তরের হিস্যা বাবদ প্রাপ্ত ০.২০% অর্থ, যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উপজেলা হতে সরাসরি অনলাইন মাধ্যমে সদরদপ্তরে প্রেরণযোগ্য।

(খ) অনুচ্ছেদ ১২.৪.৩ মোতাবেক নির্ধারিত ১৮ মাস মেয়াদান্তে ঋণ খেলাপি হবার কারণে অতিরিক্ত ধার্য্যকৃত (১১—৯)=২% সেবামূল্য, যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উপজেলা হতে সরাসরি অনলাইন মাধ্যমে সদরদপ্তরে প্রেরণযোগ্য।

(গ) অনুচ্ছেদ ১২.৪.৪(ক) মোতাবেক ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের মাঠকর্মী কর্তৃক আদায়কৃত ঋণের সেবামূল্য (কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে সহায়তা) বাবদ অর্জিত বা প্রাপ্ত ৫.৫০ টাকা হতে ১.০০ টাকা ঐ নির্দিষ্ট মাঠকর্মীকে প্রণোদনা বা ইনসেনটিভ হিসেবে প্রদানের পর অবশিষ্ট (৫.৫০-১.০০)=৪.৫০ টাকা, যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উপজেলা হতে সরাসরি অনলাইন মাধ্যমে সদরদপ্তরে প্রেরণযোগ্য।

(ঘ) অন্য যে কোন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ বা সাহায্য।

১২.৭.২ পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিলের ব্যবহার

অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী গঠিত স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নের কার্যক্ষেত্রসমূহ গুরুত্ব পাবে—

(ক) পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন উপজেলায় সিড ক্যাপিটাল সংকট থাকলে ইউআরডিও'র চাহিদার প্রেক্ষিতে পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিল হতে সরাসরি সিড ক্যাপিটাল সরবরাহ;

(খ) সুফলভোগী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ আয়োজন;

(গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক কিংবা উদ্যোক্তাদের জন্য কল্যাণধর্মী বিশেষ সভা-সেমিনার-কর্মশালা আয়োজন, সফটওয়্যার প্রস্তুত/বিল পরিশোধ প্রভৃতি;

(ঘ) সুফলভোগীদের জন্য উদ্দীপনামূলক বিশেষ পুরস্কার কিংবা প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ;

(ঙ) সার্বিকভাবে বিআরডিবি'র কল্যাণার্থে, বিশেষ বা জরুরি প্রয়োজনে বাস্তবতার নিরিখে যে কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ।

১৩. সঞ্চয় আদায়, হিসাব সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

১৩.১ সঞ্চয় সংক্রান্ত বিদ্যমান ব্যাংক হিসাবের স্থিতি স্থানান্তর এবং পূর্বতন ব্যাংক হিসাব বন্ধকরণ

"কোভিড-১৯ প্রণোদনা: পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা" মোতাবেক বর্তমানে প্রতি উপজেলায় 'কোভিড-১৯: পল্লী উদ্যোক্তা সঞ্চয় তহবিল' শিরোনামে পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলে ঐ হিসাবে পল্লী উদ্যোক্তা সদস্যদের সঞ্চয়ের অর্থ নিয়মিতভাবে জমা এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছে। যেহেতু এখন হতে "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" অনুসারে সদস্যদের সঞ্চয় জমা ও পরিচালনা একটি নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে, সুতরাং পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের সঞ্চয়ের অর্থ জমা এবং তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রতি উপজেলায় বিদ্যমান 'কোভিড-১৯: পল্লী উদ্যোক্তা সঞ্চয় তহবিল' শীর্ষক ব্যাংক হিসাবের স্থিতি বা জমাকৃত সমুদয় অর্থ এই নীতিমালার ১২.৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, --------- উপজেলা" শীর্ষক ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে এবং পূর্বের 'কোভিড-১৯: পল্লী উদ্যোক্তা সঞ্চয় তহবিল' শীর্ষক ব্যাংক হিসাবটি বন্ধ (Closed) করতে হবে।

১৩.২ বিআরডিবি'র নিজস্ব কর্মসূচিভুক্ত কোন সমিতি বা দলের একজন সদস্য "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০২৩" এর আওতায় ঋণ গ্রহণ করতে চাইলে ঐ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির উপজেলা দপ্তরে ঐ সদস্যের নামে যে সঞ্চয় জমা আছে—ঋণ বিতরণের পূর্বে তা হতে যে পরিমাণ সঞ্চয় প্রয়োজন সে পরিমাণ অর্থ "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, --------- উপজেলা" শীর্ষক ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা যাবে, অথবা ঋণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সঞ্চয় তার নামে নতুন করে জমা নিশ্চিত করতে হবে। এ নীতিমালার ১৩.৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক নির্ধারিত পরিমাণ সঞ্চয় জমা না থাকলে কোন সদস্য পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ পাবার যোগ্য হবেন না।

সঞ্চয় স্থানান্তরের বিষয়টি উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটি'র অনুমোদনক্রমে ইউআরডিও বাস্তবায়ন করবেন। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সদস্যের লিখিত আবেদন থাকতে হবে। উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করতে গিয়ে কোন সমবায়ী সদস্যের নিজ সমিতিতে জমাকৃত ব্যক্তিগত শেয়ার-সঞ্চয় শূন্য করা যাবে না কিংবা নিজ সমিতি হতে তার সদস্য পদ বাতিল হতে পারে এমন কোন কাজ করা যাবে না।

১৩.৩ বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন সদস্যের অনুমোদিত ঋণের উপর প্রথম দফায় কমপক্ষে ৫% নিজস্ব সঞ্চয় জমা থাকতে হবে। পরবর্তীতে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতি দফায় তা ২% হারে বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় দফায় ৭%, তৃতীয় দফায় ৯%, চতুর্থ দফায় ১১% .... এভাবে একজন সদস্যের ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ধাপে ২০% নিজস্ব সঞ্চয় জমা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩.৪ একজন ঋণ গ্রহীতা সদস্য তার মাসিক কিস্তি পরিশোধকালে নিয়মিতভাবে ন্যূনতম ৫০০ (পাঁচশত) টাকা সঞ্চয় জমা করবেন।

১৩.৫ লাভজনক বিবেচিত হলে সঞ্চয়ের টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখা যাবে। এর থেকে প্রাপ্ত মুনাফা হতে ব্যাংকের সঞ্চয়ী আমানতের রেটে প্রতি অর্থবছর শেষে লভ্যাংশ হিসেবে সদস্যদের জমাকৃত

সঞ্চয়ের বিপরীতে আনুপাতিক হারে প্রদান করা হবে। তবে বিষয়টি উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটির সভায় এবং জেলার উপপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। মুনাফার অতিরিক্ত টাকা পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে যাবে এবং তা অনুচ্ছেদ ১২.৪.১(৪) এ উল্লিখিত জেলা, উপজেলা ও সদরদপ্তরের হিস্যা অনুযায়ী বিভাজিত হবে।

১৩.৬ কোন ঋণ গ্রহীতা সদস্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গৃহীত ঋণের অংশ বিশেষ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইউআরডিও ঐ সদস্যের জমাকৃত সঞ্চয় হতে বকেয়া ঋণ সমন্বয় করতে পারবেন। বিষয়টি উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটির সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

১৩.৭ মূল ঋণ তহবিলের (রিভলভিং ফান্ড) অপর্যাপ্ততার কারণে সুফলভোগী সদস্যগণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেক্ষেত্রে উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সুফলভোগীদের জমাকৃত সঞ্চয় তহবিলের স্থিতি হতে সর্বোচ্চ ৮০% অর্থ ঋণ হিসেবে বিতরণ করা যাবে। সঞ্চয় তহবিল হতে ঋণ বরাদ্দ করা হলে তা অনুমোদন, বিতরণ ও আদায় প্রক্রিয়া এ নীতিমালায় বর্ণিত মূল ঋণ অনুমোদন, বিতরণ ও আদায় প্রক্রিয়ার অনুরূপ হবে। সঞ্চয় তহবিলের স্থিতি হতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সেবামূল্যর হার এ নীতিমালার ১২.৪.১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক যথারীতি ৯.০০% হবে; তবে সেবামূল্যের আরএলএফ প্রবৃদ্ধি বাবদ আদায়কৃত ২% টাকা এবং কুঋণ বাবদ ০.৫০% সংশ্লিষ্ট তহবিলে অন্তর্ভুক্ত না করে তা অর্থাৎ (২.০০+০.৫০)=২.৫০ টাকা সুফলভোগীদের সঞ্চয় তহবিলে লভ্যাংশ হিসেবে স্থানান্তর করতে হবে। সেবামূল্যের অন্যান্য বিভাজন অপরিবর্তিত থাকবে।

১৪. পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন স্টিয়ারিং কমিটি

বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে, যার গঠন হবে নিম্নরূপ:

(১) মহাপরিচালক, বিআরডিবি	:	সভাপতি
(২) পরিচালক (প্রশাসন), বিআরডিবি	:	সদস্য
(৩) পরিচালক (সরেজমিন), বিআরডিবি	:	সদস্য
(৪) পরিচালক (অর্থ), বিআরডিবি	:	সদস্য
(৫) পরিচালক (পরিকল্পনা), বিআরডিবি	:	সদস্য
(৬) পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিআরডিবি	:	সদস্য
(৭) যুগ্ম পরিচালক (সিসিএম)	:	সদস্য
(৮) যুগ্ম পরিচালক (মউ)	:	সদস্য
(৯) যুগ্মপরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)	:	সদস্য সচিব

১৪.১ স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধি

(১) পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ ও প্রতিকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(২) পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ের উপর নীতি নির্ধারণী পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান।

(৩) পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

(৪) "পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিল" ব্যবহার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন এবং তহবিলের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন।

(৫) কমিটির সভা প্রতি ৩ মাস অন্তর কমপক্ষে একবার অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য সদস্যগণ বৈঠকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

১৫. পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বাস্তবায়ন তদারকি কমিটি

কেন্দ্রীয়ভাবে বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি যথাযথভাবে তদারকির স্বার্থে সদরদপ্তরে একটি তদারকি কমিটি থাকবে, যার গঠন হবে নিম্নরূপ:

(১) পরিচালক (সরেজমিন), বিআরডিবি	:	সভাপতি
(২) যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন), বিআরডিবি	:	সদস্য
(৩) যুগ্মপরিচালক (সিসিএম), বিআরডিবি	:	সদস্য
(৪) যুগ্মপরিচালক (মউ), বিআরডিবি	:	সদস্য
(৫) যুগ্মপরিচালক (সম্প্রসরারণ ও বি. প্র.), বিআরডিবি	:	সদস্য
(৬) কর্মসূচি পরিচালক (সকল), বিআরডিবি	:	সদস্য
(৭) উপপরিচালক (বিশেষ প্রকল্প), বিআরডিবি	:	সদস্য সচিব

১৫.১ কমিটির কার্যপরিধি

(১) ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় উদ্ভুত সমস্যাসমূহ স্টিয়ারিং কমিটির নিকট উপস্থাপন।

(২) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা।

(৩) উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দিকনির্দেশনা প্রদান।

(৪) ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা।

(৫) উপজেলা হতে প্রাপ্ত কুঋণ সমন্বয় প্রস্তাব মঞ্জুর, ইত্যাদি।

(৬) কমিটির সভা প্রতি দুই মাসে একবার অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। সভায় অংশগ্রহণের জন্য সদস্যগণ বৈঠকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

১৬. বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন ও ঋণ মঞ্জুরি

১৬.১ অনুমোদন ও মঞ্জুরির পর্যায়

ঋণ গ্রহণে আগ্রহী সদস্যের নিকট থেকে সংগৃহীত আবেদন ও বিজনেস প্ল্যানসহ অনুচ্ছেদ ৯.০ এ উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র 'উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটি'র সভায় উপস্থাপন করতে হবে। সভা প্রতিটি বিজনেস প্ল্যান ও ঋণ প্রস্তাব পর্যালোচনা করে উপযুক্ত উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করবে। অতঃপর সুপারিশকৃত উদ্যোক্তার বিজনেস প্ল্যান ও ঋণের আবেদন নিম্নরূপ পর্যায়ে চূড়ান্ত অনুমোদন করতে হবে—

ক্রমিক নং	অনুমোদনকারী/ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ	আবেদনকারীর ক্যাটাগরি	ঋণের পরিমাণ (সিলিং)
১	ইউআরডিও	ইতোপূর্বে যারা উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ করেছেন, তাদের বিজনেস প্ল্যান ও ঋণের সিলিং	১,০০,০০০/- হতে ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত

২	জেলার উপপরিচালক	ইতোপূর্বে যারা উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ করেছেন, তাদের বিজনেস প্ল্যান ও ঋণের সিলিং	১,৫০,০০১/- হতে ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত
৩	পরিচালক (সরেজমিন) বিআরডিবি সদরদপ্তর	ইতোপূর্বে যারা উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেননি অর্থাৎ যাদেরকে প্রথমবার উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে, তাদের আবেদন ও বিজনেস প্ল্যান	--

১৬.১.১ ইতোপূর্বে উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ করেছেন, এমন উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/- টাকা হতে ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ অনুমোদন ও মঞ্জুরিপত্র জারি করবেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা। তবে ঐ সদস্যের ঋণের আবেদন ও বিজনেস প্ল্যান অবশ্যই উপজেলা ঋণ অনুমোদন কমিটির সভায় অনুমোদন থাকতে হবে।

১৬.১.২ ইতোপূর্বে উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ করেছেন, এমন উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে তার আবেদন ও বিজনেস প্ল্যান অনুযায়ী চাহিত ঋণের সিলিং দেড় লক্ষ টাকার বেশি অর্থাৎ ১,৫০,০০১/- টাকা হতে ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত হলে ঐ সদস্যের বিজনেস প্ল্যান ও আবেদনপত্রসহ অনুচ্ছেদ ৯.০ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও 'উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটি'র সভার রেজুলিউশন একত্র করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলার উপপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। জেলার উপপরিচালক কাগজপত্র যাচাই-বাছাই, পর্যালোচনা বা প্রয়োজন হলে সরেজমিনে যাচাইপূর্বক বিজনেস প্ল্যান ও ঋণ অনুমোদন করবেন এবং মঞ্জুরিপত্র জারি করবেন।

১৬.১.৩ চাহিত ঋণের সিলিং যাই হোক না কেন, ইতোপূর্বে যারা উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেননি অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৫.১.১ এর শর্তানুযায়ী যাদেরকে প্রথমবার উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে—তাদের ঋণের আবেদন ও বিজনেস প্ল্যানসহ অনুচ্ছেদ ৯.০ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও 'উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটি'র সভার রেজুলিউশন একত্র করে অনুমোদনের জন্য প্রথমতঃ জেলার উপপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। জেলার উপপরিচালক কাগজপত্র যাচাই-বাছাই, পর্যালোচনা বা প্রয়োজন হলে সরেজমিনে যাচাইপূর্বক প্রাপ্ত কাগজপত্রের মধ্য হতে কেবল আবেদনপত্র ও বিজনেস প্ল্যান চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিজস্ব মতামতসহ সদরদপ্তরে পরিচালক (সরেজমিন) বরাবর প্রেরণ করবেন। অনুচ্ছেদ ১৬.৩ অনুযায়ী সদরদপ্তরে বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন কমিটি কর্তৃক তা অনুমোদিত হবার পর জেলার উপপরিচালকের নিকট প্রেরণ করা হবে এবং তদালোকে জেলার উপপরিচালক ঋণের মঞ্জুরিপত্র জারি করবেন।

১৬.২ মঞ্জুরিপত্র জারি না হওয়া পর্যন্ত ইউআরডিও কোনক্রমেই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন না।

১৬.৩ বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন কমিটি

উপজেলা থেকে প্রাপ্ত বিজনেস প্ল্যানসমূহ অনুমোদনের জন্য সদরদপ্তরে নিম্নরূপ কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকবে যার গঠন হবে নিম্নরূপ:

(১) পরিচালক (সরেজমিন), বিআরডিবি : সভাপতি
(২) যুগ্মপরিচালক (সম্প্র. ও বি. প্র.), বিআরডিবি : সদস্য

(৩) উপপরিচালক (ঋণ), বিআরডিবি : সদস্য

(৪) উপপরিচালক (সম্প্রসারণ), বিআরডিবি : সদস্য

(৫) উপপরিচালক (মউ), বিআরডিবি : সদস্য

(৬) কর্মসূচি পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) [কর্মসূচির নিজস্ব তহবিল দ্বারা ঋণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে] : সদস্য

(৭) উপপরিচালক (বিশেষ প্রকল্প) : সদস্য সচিব

১৬.৩.১ বিজনেস প্ল্যান অনুমোদন কমিটির কার্যপরিধি

(১) উপজেলা থেকে প্রাপ্ত বিজনেস প্ল্যান পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

(২) কমিটির সভা প্রতি ১৫ দিন অন্তর কমপক্ষে একবার অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

১৭. ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া

১৭.১ কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ঋণ প্রদান (Disbursement)

(১) ঋণ মঞ্জুরিপত্র পাওয়ার পর, ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করার প্রাক্কালে ইউআরডিও'র দপ্তরে ঋণ গ্রহীতা প্রত্যেক সদস্যের জন্য পৃথক ঋণ নথি খুলতে হবে।

(২) সদস্যের ঋণ নথিতে অনুচ্ছেদ ৯.০ অনুযায়ী তার আবেদনপত্র, বিজনেস প্ল্যান, সদস্য প্রোফাইল, 'উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটি'র সভার রেজুলিউশন ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, এবং অনুচ্ছেদ ১৬.১.১, ১৬.১.২ অথবা ১৬.১.৩ অনুযায়ী জারিকৃত (যেটি প্রযোজ্য) ঋণের মঞ্জুরিপত্রের কপি এবং অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী 'পোস্ট ডেটেট ক্রসড্ চেক'সহ জামানত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/ডকুমেন্ট যথাযথভাবে রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।

(৩) সদস্যের পূর্বের ঋণ ১০০% পরিশোধ এবং অনুচ্ছেদ ১৩.৩ মোতাবেক নির্দিষ্ট 'দফা'র ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সঞ্চয় জমা আছে কিনা—তা দাপ্তরিক রেকর্ডপত্র অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক হিসাবরক্ষক সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা সদস্যের ব্যাংক হিসাবে এ্যাডভাইসের মাধ্যমে ঋণের অর্থ ছাড়করণের প্রস্তাব নথির মাধ্যমে ইউআরডিও'র নিকট উপস্থাপন করবেন।

(৪) পরিশিষ্ট-৯ অনুযায়ী চেকলিস্ট পূরণপূর্বক চেকলিস্ট নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৫) নথি ইউআরডিও'র অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা সদস্যের ব্যাংক হিসাবের অনুকূলে এ্যাডভাইসের মাধ্যমে ঋণের অর্থ ছাড় করতে হবে। নথির নোটাংশে উপজেলা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার মতামত/বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। প্রত্যেকের স্বাক্ষরের নিচে নামাঙ্কিত সিল অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

১৭.২ ঋণ বিতরণের ডেডলাইন

অনুচ্ছেদ ১৬.১.১, ১৬.১.২ অথবা ১৬.১.৩ অনুযায়ী (যেটি প্রযোজ্য) ঋণের মঞ্জুরিপত্র জারির পর সংশ্লিষ্ট ইউআরডিও কর্তৃক সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে উদ্যোক্তা সদস্যের ব্যাংক একাউন্টে এ্যাডভাইসের মাধ্যমে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করতে হবে।

১৭.৩ ঋণ গ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্তর

ঋণ গ্রহীতা সদস্যের ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে কেবলমাত্র এ্যাডভাইসের মাধ্যমে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করা যাবে; কোন ধরনের চেক প্রদান কিংবা ক্যাশ ট্রানজেকশন হতে বিরত থাকতে হবে। এ্যাডভাইসের অফিস কপির উপর ব্যাংক কর্মকর্তার সিল-স্বাক্ষরসহ প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করতে হবে এবং তার একটি অনুলিপি সদস্যের ঋণ নথিতে অবশ্যই রাখতে হবে।

উপজেলার যে ব্যাংক শাখায় পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের রিভলভিং ফান্ড থাকবে অর্থাৎ ব্যাংকের যে শাখায় "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, --------- উপজেলা" শিরোনামের ব্যাংক হিসাবটি থাকবে, একই শাখায় ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়ী হিসাব (যদি না থাকে) খোলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

এ্যাডভাইসের মাধ্যমে সদস্যের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে ঋণের অর্থ স্থানান্তরের পর একই দিনে বিআরডিবি'র দাপ্তরিক হিসাবের ("পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, --------- উপজেলা") ব্যাংক-স্টেটমেন্ট সংগ্রহপূর্বক তার কপি সদস্যের ঋণ নথি এবং কেন্দ্রীয় বা মূল ঋণ নথিতে সংযুক্ত করতে হবে।

নোট: উদ্যোক্তা সদস্যের যে ব্যক্তিগত একাউন্টে ঋণের অর্থ স্থানান্তর করা হবে, তার ঐ একাউন্টের চেকবহি হতে 'পোস্ট ডেটেড ক্রসড চেক' গ্রহণ করতে হবে। সদস্যের অন্য কোন ব্যাংক একাউন্টের চেকবহির পাতা এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। পরিশিষ্ট-৮ মোতাবেক চেক গ্রহণ সংক্রান্ত সদস্যের আবেদনপত্র অবশ্যই ঋণনথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৭.৪ পাশবহি

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ গ্রহীতা প্রত্যেক সদস্যের জন্য পাশবহি ইস্যু করতে হবে। এ জন্য একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি পাশবহি ইস্যুকালে বহির সিরিয়াল নম্বর এবং ইস্যুকারী ইউআরডিও'র স্বাক্ষর, দাপ্তরিক সিল ও অফিসিয়াল মোবাইল নম্বর অবশ্যই থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট আদায়কারী/মাঠকর্মী ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় জমার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর ঋণ গ্রহীতা সদস্যের পাশবহিতে ঋণ পরিশোধ ও সঞ্চয় জমার তথ্য এন্ট্রি করবেন। ইউআরডিও প্রতি তিন মাস অন্তর অন্ততঃ একবার উদ্যোক্তা সদস্যের পাশবহিতে ঋণ ও সঞ্চয়ের তথ্য ভেরিফাই করবেন এবং প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

১৮. ঋণ নথি সংরক্ষণ

ঋণ বিতরণ যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক এডভাইসের অফিস কপি এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট নথিভুক্ত করে ঐদিনই ঋণ নথি নিষ্পত্তিপূর্বক এআরডিও (সাধারণ)-এর হেফাজতে (পদ শূন্য থাকলে ইউআরডিও'র নিকট) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। নথিভুক্ত সকল কাগজপত্র ক্রমাগত পৃষ্ঠা নম্বর (সিপি নং) দ্বারা সিরিয়ালভুক্ত করা এবং সংরক্ষিত কাগজপত্র ও পোস্ট ডেটেড ক্রসড্ চেকের একটি তালিকা নথির ইনার-কাভারে স্ট্যাপলার করা এবং তা নোটশীটের শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রাখা উত্তম ও নিরাপদ হবে। উল্লেখ্য পোস্ট ডেটেড চেকসমূহ হিসাবরক্ষকের হেফাজতে সংরক্ষিত থাকবে। ঋণ নথি ক্লোজ করার পূর্বেই নথিতে সদস্য প্রোফাইল (পরিশিষ্ট-১), আবেদনপত্র (পরিশিষ্ট-২), দায়বদ্ধকরণপত্র (পরিশিষ্ট-৩), চুক্তিনামা (পরিশিষ্ট-৪), ব্যক্তি জামিননামা (পরিশিষ্ট-৫), ডিপি নোট (পরিশিষ্ট-৬),

অনুমোদিত বিজনেস প্ল্যান (পরিশিষ্ট-৭), চেক জমা রাখা সংক্রান্ত আবেদন (পরিশিষ্ট-৮) সহ প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্টস বা কাগজপত্র প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতার নথিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

নথিভুক্ত কাগজপত্রে কোন ধরনের ঘাটতি বা অসঙ্গতি কিংবা তথ্য প্রমাণে কোন ধরনের বিচ্যুতি ধরা পড়লে তার দায়-দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে ইউআরডিওসহ ঋণ বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে। নথি হেফাজতকারী বদলি বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব হস্তান্তর করলে প্রতিটি নথির ভেতরে কি কি ডকুমেন্ট আছে তা উল্লেখপূর্বক চার্জলিস্ট প্রস্তুত করবেন।

১৯. অর্থ ছাড়করণ ও ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

১৯.১ উপজেলার রিভলভিং ফান্ড ও সদস্যদের সঞ্চয় সংরক্ষণের জন্য এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৩ এর নির্দেশনা মোতাবেক শুধুমাত্র "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, --------- উপজেলা" শিরোনামের ব্যাংক হিসাব ব্যবহৃত হবে। এ ব্যাংক হিসাবটিতেই ঋণের আদায়কৃত কিস্তি (আসল, সেবামূল্য ও সঞ্চয়) জমা হবে, এবং এই হিসাব থেকেই সদস্যদের অনুকূলে ঋণের অর্থ পুনঃবিনিয়োগ (Disbursement) করতে হবে। পরবর্তীতে সিড ক্যাপিটাল আকারে নতুন তহবিল পাওয়া গেলে সে অর্থও "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, --------- উপজেলা" শিরোনামের ব্যাংক হিসাবে রিভলভিং ফান্ডের সাথে যুক্ত হবে।

১৯.২ "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, --------- উপজেলা" শিরোনামের ব্যাংক হিসাব ইউআরডিও এবং এআরডিও (রাজস্ব) এর যৌথ স্বাক্ষরে পূর্বের ন্যায় পরিচালিত হবে। এআরডিও'র অবর্তমানে ইউআরডিও এবং হিসাবরক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে হবে। বিআরডিবি'র অন্যান্য কর্মসূচির উদ্যোগে তাদের নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে তাদের নিয়মিত ব্যাংক হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসৃত হবে।

২০. হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত বহি ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সংরক্ষণ

২০.১ উপজেলা পর্যায়ে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের হিসাবরক্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিত বহি ও ডকুমেন্ট ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে হবে—

(১) জমা-খরচ বহি
(২) সাধারণ খতিয়ান
(৩) সহায়ক খতিয়ান—
  (ক) ঋণ খতিয়ান
  (খ) সঞ্চয় খতিয়ান
  (গ) সেবামূল্য খতিয়ান
(৪) মাসিক আদায় শীট (এমসিএস)
(৫) উদ্যোক্তা সদস্য বহি (মেম্বার রেজিস্টার)
(৬) সদস্যের ব্যক্তিগত পাশবহি এবং পাশবহি ইস্যু রেজিস্টার
(৭) চেক ইস্যু রেজিস্টার, ব্যাংক সংক্রান্ত নথি, অর্থ স্থানান্তর নথি
(৮) ব্যাংক জমার রশিদ, ইত্যাদি।

২০.২ উপজেলা দপ্তর প্রত্যেক অর্থবছর শেষ হওয়ার পরপরই হিসাবের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং পরবর্তী জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে তা সদর দপ্তরের সরেজমিন বিভাগে প্রেরণ করবে।

২০.৩ অনুচ্ছেদ ১৭.৩ অনুযায়ী প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতা সদস্যের নিজ নামে উপজেলায় স্বতন্ত্র ব্যাংক একাউন্ট থাকবে। মাসিক কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে উক্ত একাউন্টের বিপরীতে অফিসে সংরক্ষিত পোস্ট ডেটেড চেকের সমপরিমাণ অর্থ জমা বা স্থিতি থাকার বিষয়টি সদস্য অবশ্যই নিশ্চিত করবেন।

২১. ঋণ আদায় প্রক্রিয়া

২১.১ ঋণের মেয়াদ ও গ্রেস পিরিয়ড

একজন উদ্যোক্তা সদস্যের জন্য পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের মেয়াদ হবে ১৮ মাস। অনুচ্ছেদ ১২.৩ মোতাবেক মেয়াদকালীন ১৮ মাস সময়ের মধ্যে—

(ক) নতুন ঋণ গ্রহীতা অর্থাৎ প্রথম দফায় ঋণ গ্রহীতা একজন উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে দুই মাস গ্রেস পিরিয়ড থাকবে এবং দুই মাস গ্রেস পিরিয়ড অতিক্রান্তের পর বাকি ১৬ মাসে মাসিক ভিত্তিতে আসল ও সেবামূল্যসহ ১৬টি সমান কিস্তিতে ঋণ পরিশোধযোগ্য হবে; এবং

(খ) পুরাতন ঋণ গ্রহীতা উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে কোন গ্রেস পিরিয়ড থাকবে না; অর্থাৎ পুরাতন ঋণ গ্রহীতা কোন উদ্যোক্তা সদস্যকে পুনরায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন গ্রেস পিরিয়ড দেয়া যাবে না। দেড় বছর বা ১৮ মাস মেয়াদের মধ্যে মাসিক ভিত্তিতে আসল ও সেবামূল্যসহ ১৮টি সমান কিস্তিতে সমুদয় ঋণ পরিশোধযোগ্য হবে।

২১.২ অনুচ্ছেদ ১২.৪ অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ৯% হারে প্রযোজ্য হবে। তবে ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত দেড় বছর (১৮ মাস) সময়কাল অতিক্রান্ত হলে বকেয়া সমুদয় ঋণ (যদি থাকে) খেলাপি হিসাবে গণ্য হবে; এবং এই বকেয়া খেলাপি ঋণের (আসল) উপর প্রতি বছর ফ্ল্যাট রেটে ১১% হারে সেবামূল্য ধার্য হবে।

২১.৩ ব্যাখ্যা

২১.৩.১ নতুন ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে

জনাব "ক" পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। নির্ধারিত দেড় বছরে পরিশোধযোগ্য ১৬টি কিস্তির মধ্যে তিনি ১৪টি কিস্তি পরিশোধ করেছেন এবং ২টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। এ অবস্থায় তার অবশিষ্ট বা বকেয়া বা খেলাপি (যে নামেই অভিহিত করা হোক) ২টি কিস্তির ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১২.৪.২ ও ২১.২ অনুযায়ী আসলের উপর ফ্ল্যাট রেটে ১১% হারে সেবামূল্য আরোপ হবে।

উদাহরণস্বরূপ—জনাব "ক" এর ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋণের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট রেটে ৯% হারে সেবামূল্য ধার্য হবে দেড় বছরে (৯,০০০+৪,৫০০)=১৩,৫০০/- টাকা। সুতরাং তার নিকট হতে নির্ধারিত সময়ে (দেড় বছর বা ১৮ মাস মেয়াদান্তে) মোট আদায়যোগ্য হবে (আসল ১,০০,০০০+সেবামূল্য ১৩,৫০০)=১,১৩,৫০০/- টাকা। ঋণ বিতরণের তারিখ হতে দুই মাস গ্রেস পিরিয়ড অতিবাহিত হবার পর ১৬টি সমান কিস্তিতে মোট আদায়যোগ্য ১,১৩,৫০০/- টাকা হলে প্রতিটি মাসিক কিস্তিতে গড় আদায়যোগ্য হবে সেবামূল্যসহ (১,১৩,৫০০÷১৬)=৭,০৯৪/- টাকা (প্রায়)। অর্থাৎ প্রতি কিস্তিতে

আদায়যোগ্য আসল হবে [(৭,০৯৪÷১১৩.৫০)×১০০]=৬,২৫০/- টাকা এবং সেবামূল্য হবে [(৭,০৯৪÷১১৩.৫০)×১৩.৫০] =৮৪৪/- টাকা (প্রায়)।

এখন, জনাব "ক" ১৪টি কিস্তিতে (৭,০৯৪ টাকা×১৪ কিস্তি)=৯৯,৩১৬/- টাকা পরিশোধ করেছেন, যার মধ্যে আসল (৬,২৫০×১৪)=৮৭,৫০০/- টাকা এবং সেবামূল্য (৮৪৪×১৪)=১১,৮১৬/- টাকা। অতঃপর তিনি বাকি ২টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদ শেষে তার খেলাপি/অবশিষ্ট/বকেয়া আসল (১,০০,০০০-৮৭,৫০০)=১২,৫০০/- টাকা এবং বকেয়া সেবামূল্য (১৩,৫০০-১১,৮১৬)=১,৬৮৪/- টাকা। যেহেতু খেলাপি ঋণের সেবামূল্যের উপর নতুন করে সেবামূল্য ধার্য্য হবে না, বরং কেবল মাত্র বকেয়া আসলের উপরেই সেবামূল্য ধার্য্য হবে, সুতরাং জনাব "ক" এর বকেয়া বা খেলাপি আসল ১২,৫০০/- টাকার উপর ১১% হারে পরবর্তী এক বছরের জন্য অতিরিক্ত সেবামূল্য নির্ধারিত হবে ১,৩৭৫/- টাকা। তাহলে, জনাব "ক" তার ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় ২টি কিস্তি খেলাপির কারণে মোট বকেয়া পরিশোধ করবেন (আসল ১২,৫০০ + বকেয়া সেবামূল্য ১,৬৮৪ + পুরো এক বছরের অতিরিক্ত সেবামূল্য ১,৩৭৫)=১৫,৫৫৯/- টাকা, যা পরবর্তী এক বছরের মধ্যে আদায় করতে হবে।

অতিরিক্ত সেবামূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে খেলাপি সদস্য নির্ধারিত মেয়াদ শেষে সমুদয় ঋণ পরিশোধে যে ক'মাস সময় নেবেন, সে ক'মাসের অতিরিক্ত সেবামূল্য আদায় করে ঋণ কেইস নিষ্পত্তি করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ:

উপরে বর্ণিত অতিরিক্ত সেবামূল্য ১,৩৭৫/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ঋণের আঠারো মাস অতিক্রান্তের পর হতে অর্থাৎ খেলাপি বছরের বারো মাসের জন্য, যার প্রতি মাসে সেবামূল্য নির্ধারণ হবে (১,৩৭৫÷১২)=১১৫/- টাকা। তিনি যদি নির্ধারিত মেয়াদ অর্থাৎ দেড় বছর অতিক্রান্ত হবার পর তিন মাস পর ঐ ঋণ পরিশোধ করতে চান তাহলে তাকে অতিরিক্ত সেবামূল্য পরিশোধ করতে হবে (১১৫×৩)=৩৪৫/- টাকা মাত্র। অর্থাৎ ঐ খেলাপি ঋণ গ্রহীতা (১৮+৩)=২১ মাস শেষে তার বকেয়া ঋণ পরিশোধ করবেন (আসল ১২,৫০০ + বকেয়া সেবামূল্য ১,৬৮৪ + তিন মাসের অতিরিক্ত সেবামূল্য ৩৪৫)=১৪,৫২৯/- টাকা।

২১.৩.২ পুরাতন ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে

জনাব "খ" পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। নির্ধারিত দেড় বছরে পরিশোধযোগ্য ১৮টি কিস্তির মধ্যে তিনি ১৬টি কিস্তি পরিশোধ করেছেন এবং ২টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। এ অবস্থায় তার অবশিষ্ট বা বকেয়া বা খেলাপি (যে নামেই অভিহিত করা হোক) ২টি কিস্তির ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১২.৪.২ ও ২১.২ অনুযায়ী আসলের উপর ফ্ল্যাট রেটে ১১% হারে সেবামূল্য আরোপ হবে।

উদাহরণস্বরূপ—জনাব "খ" এর ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋণের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট রেটে ৯% হারে সেবামূল্য ধার্য হবে দেড় বছরে (৯,০০০+৪,৫০০)=১৩,৫০০/- টাকা। সুতরাং তার নিকট হতে নির্ধারিত সময়ে (দেড় বছর বা ১৮ মাস মেয়াদান্তে) মোট আদায়যোগ্য হবে (আসল ১,০০,০০০+সেবামূল্য ১৩,৫০০)=১,১৩,৫০০/- টাকা। যেহেতু পুরাতন ঋণ গ্রহীতাগণ কোন গ্রেস পিরিয়ড পাবেন না, সেহেতু ঋণ বিতরণের পর ১৮টি সমান কিস্তিতে মোট আদায়যোগ্য ১,১৩,৫০০/- টাকা হলে প্রতিটি মাসিক কিস্তিতে গড় আদায়যোগ্য হবে সেবামূল্যসহ (১,১৩,৫০০÷১৮)=৬,৩০৬/- টাকা (প্রায়)। অর্থাৎ প্রতি কিস্তিতে

আদায়যোগ্য আসল হবে [(৬,৩০৬÷১১৩.৫০)×১০০]=৫,৫৫৬/- টাকা এবং সেবামূল্য হবে [(৬,৩০৬÷১১৩.৫০)×১৩.৫০]=৭৫০/- টাকা (প্রায়)।

এখন, জনাব "খ" ১৬টি কিস্তিতে (৬,৩০৬ টাকা×১৬ কিস্তি)=১,০০,৮৯৬/- টাকা পরিশোধ করেছেন, যার মধ্যে আসল (৫,৫৫৬×১৬)=৮৮,৮৯৬/- টাকা এবং সেবামূল্য (৭৫০×১৬)=১২,০০০/- টাকা। অতঃপর তিনি বাকি ২টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদ শেষে তার খেলাপি/অবশিষ্ট/বকেয়া আসল (১,০০,০০০-৮৮,৮৯৬)=১১,১০৪/- টাকা এবং বকেয়া সেবামূল্য (১৩,৫০০-১২,০০০)=১,৫০০/- টাকা। যেহেতু খেলাপি ঋণের সেবামূল্যের উপর নতুন করে সেবামূল্য ধার্য্য হবে না, বরং কেবল মাত্র বকেয়া আসলের উপরেই সেবামূল্য ধার্য্য হবে, সুতরাং জনাব "ক" এর বকেয়া বা খেলাপি আসল ১১,১০৪/- টাকার উপর ১১% হারে পরবর্তী এক বছরের জন্য অতিরিক্ত সেবামূল্য নির্ধারিত হবে ১,২২১/- টাকা। তাহলে, জনাব "খ" তার ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় ২টি কিস্তি খেলাপির কারণে মোট বকেয়া পরিশোধ করবেন (আসল ১১,১০৪ + বকেয়া সেবামূল্য ১,৫০০ + পুরো এক বছরের অতিরিক্ত সেবামূল্য ১,২২১)=১৩,৮২৫/- টাকা, যা পরবর্তী এক বছরের মধ্যে আদায় করতে হবে।

অতিরিক্ত সেবামূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে খেলাপি সদস্য নির্ধারিত মেয়াদ শেষে সমুদয় ঋণ পরিশোধে যে ক'মাস সময় নেবেন, সে ক'মাসের অতিরিক্ত সেবামূল্য আদায় করে ঋণ কেইস নিষ্পত্তি করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ:

উপরে বর্ণিত অতিরিক্ত সেবামূল্য ১,২২১/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ঋণের আঠারো মাস অতিক্রান্তের পর হতে অর্থাৎ খেলাপি বছরের বারো মাসের জন্য, যার প্রতি মাসে সেবামূল্য নির্ধারণ হবে (১,২২১÷১২)=১০২/- টাকা। তিনি যদি নির্ধারিত মেয়াদ অর্থাৎ দেড় বছর অতিক্রান্ত হবার পর তিন মাস পর ঐ ঋণ পরিশোধ করতে চান তাহলে তাকে অতিরিক্ত সেবামূল্য পরিশোধ করতে হবে (১০২×৩)=৩০৬/- টাকা মাত্র। অর্থাৎ ঐ খেলাপি ঋণ গ্রহীতা (১৮+৩)=২১ মাস শেষে তার বকেয়া ঋণ পরিশোধ করবেন (আসল ১১,১০৪ + বকেয়া সেবামূল্য ১,৫০০ + তিন মাসের অতিরিক্ত সেবামূল্য ৩০৬)=১২,৯১০/- টাকা।

২১.৪ Early Settlement

কোন সদস্য নির্ধারিত ১৮ মাস সময়ের পূর্বেই অর্থাৎ মেয়াদ শেষ হবার আগেই ঋণ পরিশোধ করতে চাইলে তাকে পুরো মেয়াদের নির্ধারিত সেবামূল্যই পরিশোধ করতে হবে; এক্ষেত্রে Early Settlement এর কোন সুযোগ থাকবে না।

২১.৫ কিস্তি পরিশোধের জন্য একজন ঋণ গ্রহীতা সদস্যকে নিয়মিত মোটিভেশনের মধ্যে রাখতে হবে, এবং অফিসে সংরক্ষিত তার পোস্ট ডেটেড চেক দ্বারা কিস্তি আদায় করতে হবে। এ জন্য ঐ সদস্যের ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে যাতে কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ যথাসময়ে স্থিতি বা জমা থাকে সে বিষয়ে সদস্যকে সময় সময় সতর্ক করতে হবে। পোস্ট ডেটেড চেক "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, ---------- উপজেলা" শিরোনামের ব্যাংক হিসাবে জমার পর উক্ত জমার রশিদ ও ব্যাংক স্টেটমেন্টের ভিত্তিতে হিসাবরক্ষক দাপ্তরিক রেকর্ডপত্র হালনাগাদ করবেন এবং মাঠকর্মী ঐ সদস্যের ব্যক্তিগত পাশবহিতে এন্ট্রি দিবেন।

২২. মনিটরিং ও রিপোর্টিং

২২.১ বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি শতভাগ অনলাইন সফটওয়্যারভিত্তিক হবে। ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিদিনের ট্রানজেকশনের তথ্য সফটওয়্যারে ঐ একই দিনে সদস্যওয়ারি ইনপুট দিতে হবে এবং সফটওয়্যার সর্বদা আপডেট রাখতে হবে। ইউআরডিওবৃন্দ তথ্য ইনপুটের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন এবং সদরদপ্তর পর্যায়ে উপপরিচালক (বিশেষ প্রকল্প) বিষয়টি তদারকি করবেন।

২২.২ অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইন রিপোর্টিংয়ের ব্যবস্থাও থাকবে। ইউআরডিও প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-১০) রিপোর্টিং মাসের প্রতিবেদন জেলার উপপরিচালকের দপ্তরে দাখিল করবেন। উপপরিচালক তার অধীনস্ত উপজেলাসমূহের প্রতিবেদন একীভূত করে প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে সদর দপ্তরের সরেজমিন বিভাগে প্রেরণ করবেন।

২২.৩ ইউআরডিও ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের কার্যক্রম স্থানীয়ভাবে নিয়মিত পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করবেন। জেলা দপ্তরে অনুষ্ঠিত মাসিক সভায় উপপরিচালক উপজেলাওয়ারি ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। তিনি উপজেলাসমূহ পরিদর্শনকালে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম পর্যালোচনা করবেন এবং কোন ত্রুটি চিহ্নিত হলে প্রতিবেদন আকারে পরিচালক (সরেজমিন)-কে অবহিত করবেন।

২২.৪ মহাপরিচালকের নির্দেশনা অনুযায়ী সরেজমিন বিভাগের অধীন সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় "বিশেষ প্রকল্প শাখা" বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে এবং নিয়মিত মনিটরিং ও রিপোর্টিং করবে।

২৩. আদায়কৃত ঋণ/অব্যবহৃত তহবিল ফেরত বা স্থানান্তর

২৩.১ পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের উপজেলাওয়ারি রিভলভিং ফান্ড কেবলমাত্র "পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল, ---------- উপজেলা" শিরোনামের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকবে। যেহেতু অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিআরডিবি'র জন্য প্রদত্ত বিশেষ অনুদান দ্বারা এ ঋণ তহবিল গঠিত, সেহেতু অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাওয়া মাত্র (যদি এমনটি ঘটে) আরএলএফ প্রবৃদ্ধিসহ মোট সিড ক্যাপিটাল (ক্ষেত্রমত ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের নিকট হতে আদায়পূর্বক) অনলাইন ব্যাংক মাধ্যমে সদর দপ্তরের নির্ধারিত হিসাবে ফেরত প্রদান করতে হবে। এছাড়া পিইপি'র ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিচালক বরাবর ছাড়কৃত তহবিল চাহিবা মাত্র বিআরডিবি সদরদপ্তরে ফেরত প্রদানের শর্ত যথারীতি বলবৎ থাকবে।

২৩.২ কোন উপজেলায় ঋণ তহবিল অবিতরণকৃত থাকলে বা অব্যবহৃত থাকলে বা অলস পড়ে থাকলে তা লিখিতভাবে সদরদপ্তরকে অবহিত করতে হবে। পরিচালক (সরেজমিন) কোন উপজেলার অবিতরণকৃত বা অব্যবহৃত বা অলস পড়ে থাকা ঋণ তহবিল অন্য উপজেলার চাহিদা অনুযায়ী স্থানান্তর করতে পারবেন।

২৪. অডিট

বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিজ নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অডিট ও অন্যান্য যাবতীয় অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছর শেষে ঋণ তহবিলের অডিট সম্পাদন করতে হবে। বিআরডিবি'র অডিট শাখা এবং ক্ষেত্রমত অর্থ মন্ত্রণালয় বা সরকারের অডিট বিভাগ বার্ষিক অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করবে। তাছাড়া প্রত্যেক অর্থবছর শেষে জেলার উপপরিচালক তার অধীন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে টিম গঠনপূর্বক উপজেলা দপ্তরসমূহের অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন করবেন এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে অডিট প্রতিবেদন সদরদপ্তরের সরেজমিন বিভাগে প্রেরণ করবেন। আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য (যদি থাকে) ব্রডশীট আকারে জবাব দাখিল করতে হবে।

২৫. অভিযোগ প্রতিকার

কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র সেবা প্রাপ্তিতে কোন সুফলভোগী সদস্য অসন্তুষ্ট হলে বা হয়রানীর শিকার হলে বা বিআরডিবি'র কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তিনি ইউআরডিও বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। ইউআরডিও অভিযোগটি যাচাই করবেন, প্রয়োজনে উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটির সভায় অভিযোগের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন, এবং স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করবেন। স্থানীয় পর্যায়ে নিষ্পত্তি করা না গেলে তিনি অভিযোগটি জেলার উপপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন।

ইউআরডিও'র বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে সে বিষয়ে সরাসরি জেলার উপপরিচালক বরাবর আবেদন করা যাবে। জেলার উপপরিচালক অভিযোগটি যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করবেন।

২৬. নির্দেশিকা সংশোধন

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় বিআরডিবি'র মহাপরিচালক সময়ে সময়ে এই নির্দেশিকা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবেন।

আঃ গাফ্‌ফার খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
বিআরডিবি, ঢাকা

(পরিশিষ্ট-১)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতা সদস্যের প্রোফাইল

আবেদনকারীর এক কপি ছবি আঠা দিয়ে লাগিয়ে এআরডিও কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে

১। ক) **উদ্যোক্তার নাম** :

খ) পিতার নাম :

গ) মাতার নাম :

ঘ) স্বামী/স্ত্রীর নাম :

২। ক) গ্রাম :

খ) ইউনিয়ন :

গ) উপজেলা :

ঘ) জেলা :

৩। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প/ কর্মসূচির সদস্য হওয়ার তারিখ :

৪। পরিবারের ধরন (একক/যৌথ) :

৫। পরিবারের সদস্য/সদস্যাদের বিবরণ :

ক্র. নং	উত্তর দাতার নাম	উত্তরদাতার সংগে সম্পর্ক	বয়স	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বর্তমান প্রধান পেশা	বাৎসরিক আয় (টাকা)	বিশেষ দক্ষতা/ অভিজ্ঞতার ধরন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

৬। **পরিবারের মোট মাসিক গড় আয়ের হিসাব**

(ক) পেশা/কাজের বিবরণ :

(খ) বছরের কত মাস উপার্জন করে :

(গ) মাসিক গড় আয় (টাকা) :

৭। **পরিবারের গড় মাসিক ব্যয়/খরচ এর হিসাব (টাকা)**

(ক) খাদ্য বাবদ..... টাকা (খ) বস্ত্র বাবদ..... টাকা

(গ) শিক্ষা খরচ ..... টাকা (ঘ) অন্যান্য ব্যয়

(ঙ) সর্বমোট মাসিক ব্যয়..... টাকা

৮। **আয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় বেশি হলে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান কিভাবে করা হয়?**

৯। **বর্তমানে কোন ধার দেনা বা ঋণ আছে কি না? হ্যাঁ/না**

হ্যাঁ হলে-

(ক) ধার নেয়ার উদ্দেশ্য: (খ) সুদের হার:

(গ) টাকার পরিমাণ: (ঘ) কোথা হতে (উৎস):

১০। **অন্য কোন সংস্থা/এনজিও'র সদস্য হলে তার নাম?**

১১। **কর্মসংস্থান/আয়ের প্রয়োজনে এলাকার বাহিরে অবস্থান করেন কিনা? হাঁ/না**

হ্যাঁ হলে:

(ক) বৎসরে কত মাস? (খ) বাহিরে কোথায় অবস্থান করেন?

(গ) কি কাজ করেন? (ঘ) মাসিক/দৈনিক গড় আয় কত?

১২। **পরিবারের অন্য কোন সদস্য এলাকার বাহিরে অবস্থান করেন কিনা?** হলে কত জন এবং মাসিক আয় কত?

১৩। **(ক) পরিবারের নিজস্ব জমি সংক্রান্ত তথ্য**

জমির পরিমাণ (শতাংশ)					
বসত বাড়ি	আবাদি কৃষি	অনাবাদি	অন্যান্য	বন্ধক দেয়া থাকলে	মোট জমি

(খ) পরিবারের চাষের আওতাধীন অন্যের জমি

বন্ধক নেয়া		বর্গা নেয়া	
পরিমাণ (শতাংশ)	বন্ধকের শর্ত	পরিমাণ (শতাংশ)	বর্গার শর্ত

১৪। **বসতবাড়ির বিবরণ**

ঘরের ধরন	সংখ্যা	মন্তব্য
(ক) টিন		
(খ) সেমিপাকা		
(গ) পাকা		

১৫। পরিবারের পশুপাখির হিসাব

বিবরণ	গরু	ছাগল	ভেড়া	মহিষ	হাঁস	মুরগী	অন্যান্য	মোট মূল্য
সংখ্যা								
মূল্য (টাকা)								

১৬। পরিবারের অন্যান্য সম্পদের বিবরণ

বিবরণ	টেলিভিশন	সাইকেল/মোটর সাইকেল	সেলাই মেশিন	রিক্সা	ভ্যান/ ঠেলা গাড়ি	গরুর গাড়ি	অন্যান্য	মোট মূল্য
সংখ্যা								
বর্তমান মূল্য								

১৭। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য

(ক) পানীয় জলের উৎস : টিউবওয়েল (নিজস্ব/অন্যের)

(খ) পায়খানার ধরন : কাঁচা/সেমিপাকা/পাকা।

১৮। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকলে : গ্রহণ করেছেন/করেননি/প্রয়োজ্য নয় (স্থায়ী/অস্থায়ী)

১৯। পরিবারে অন্য কোন সদস্য বিআরডিবিভুক্ত সমিতি/দলের সদস্য কি না? : হ্যাঁ /না

(উত্তর হ্যাঁ হলে)

ব্যক্তিবর্গ/ব্যক্তিবর্গের নাম	বয়স	দলের নাম	উত্তরদাতার সাথে সম্পর্ক

২০। বিআরডিবি থেকে আপনি কি ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন?

(ক) দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ:

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	কত দিনের

(খ) ঋণ সহায়তা:

ক্র. নং	কর্মকাণ্ডের নাম (আইজিএ)	টাকার পরিমাণ	সম্পূর্ণ পরিশোধের শেষ তারিখ
১।			
২।			
৩।			

২১। **উত্তরদাতা তার বর্তমান পেশা/ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী কি না?** হ্যাঁ/না

হ্যাঁ হলে কিভাবে অতিরিক্ত পুঁজির সংস্থান করবেন?

২২। **বর্তমান পেশায়/ব্যবসায় সর্বমোট পুঁজি**

(ক) (।) স্থায়ী সম্পদে মোট

(।।) মালামালের উপর সর্বমোট

(খ) মালামালের উপর বিনিয়োগকৃত টাকার মধ্যে কত টাকা মহাজনের পাওনা?

(গ) উত্তরদাতা বিভিন্ন ক্রেতার নিকট কত টাকা পাবেন (বকেয়া)?

(ঘ) গৃহীত উদ্যোগের ধরন

২৩। **ব্যবসায়/আইজিএ-এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কেমন?**

ক) খুবই ভালো খ) ভালো

গ) মোটামুটি ঘ) নিশ্চিত নয়

২৪। **তথ্য সংগ্রহকারীর মন্তব্য:**

২৫। (ক) তথ্য সংগ্রহকারীর নাম :

(খ) স্থায়ী ঠিকানা :

(গ) পদবী :

(ঘ) মোবাইল নং :

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ ও মোবাইল নং

২৬। **সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার মন্তব্য:**

স্বাক্ষর: ----------

নামাঙ্কিত সিল:

মোবাইল ফোন নং: ----------

২৭। **উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার মতামত:**

উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটির ---------- তারিখে অনুষ্ঠিত ---------- নং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্ণিত সদস্যকে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতা হিসেবে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির তালিকাভুক্ত করা হলো।

স্বাক্ষর: ----------

নামাঙ্কিত সিল:

মোবাইল ফোন নং: ----------

পরিচিতি কোড নং		

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি

উপজেলা অফিস কর্তৃকপূরণযোগ্য
পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ আবেদন পত্র নং .....
আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ .....

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতা সদস্যের ঋণ আবেদনপত্র

ছবি

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
বিআরডিবি
উপজেলা..... জেলা .....

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির নিয়মাবলি সম্পর্কে অবগত হয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করছি এবং ঋণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করছি।

১। উদ্যোক্তার নাম : .....

২। (ক) জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর : .....

(খ) এনআইডি অনুযায়ী জন্ম তারিখ : .....

৩। মোবাইল নম্বর : .....

৪। (ক) পিতার নাম : .....

(খ) মাতার নাম : .....

(গ) স্বামী/স্ত্রীর নাম : .....

৫। সমিতি/দলের নাম : .....

৬। (ক) স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা ..... ইউনিয়ন/ওয়ার্ড .....
ডাকঘর ..... উপজেলা/পৌরসভা .....
জেলা .....

(খ) বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা..... ইউনিয়ন/ওয়ার্ড.....
ডাকঘর..... উপজেলা/পৌরসভা.....
জেলা .....

৭। সম্পত্তি ও দায় দেনা

(ক) সমিতি/দলে সদস্যের সঞ্চয় জমার পরিমাণ : ..... টাকা

(খ) স্থাবর সম্পত্তির বর্তমান মূল্য : ..... টাকা

(গ) অস্থাবর সম্পত্তির বর্তমান মূল্য : ..... টাকা

(ঘ) দায় দেনার (যদি থাকে) পরিমাণ : ..... টাকা

৮। (ক) প্রস্তাবিত কর্মকান্ড/ব্যবসার নাম : .....

(খ) পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের জন্য আবেদনকৃত টাকার পরিমাণ : ..... টাকা।

দফা নং .....

৯। (ক) পূর্বে গৃহীত পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ/অন্যান্য ঋণের পরিমাণ : মোট টাকার পরিমাণ .....

(খ) সর্বশেষ গৃহীত উদ্যোক্তা ঋণ এর

(I) সদস্যের পরিচিতি কোড নং .....

(II) সদস্যের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাব নম্বর .....

ব্যাংকের নাম ..... শাখা .....

(III) টাকার পরিমাণ ..... টাকা

(IV) শেষ কিস্তি পরিশোধের তারিখ: .....

১০। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ পরিশোধ করেছেন/করেননি .....

১১। **আমি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞা পূর্বক ঘোষণা করছি যে,**

ক) উপরে পরিবেশিত তথ্যাবলি সম্পূর্ণরূপে সত্য।

খ) মঞ্জুরিকৃত পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ প্রস্তাবিত কর্মকান্ড/কর্মকান্ডসমূহে ব্যবহার করতে বাধ্য থাকব।

গ) পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের তারিখের ১৮টি (নতুন সদস্যের ক্ষেত্রে ১৬টি) সমপরিমাণ মাসিক কিস্তিতে মোট ১৮ মাস সময়ের মধ্যে আসল এবং আসলের সাথে বার্ষিক ৯% হারে (ফ্ল্যাট রেটে) সেবামূল্য পরিশোধে বাধ্য থাকব। ঋণ খেলাপি করলে সেবামূল্যের হার হবে ১১% যা আমি পরিশোধে বাধ্য থাকবো।

ঘ) অন্য কোন ব্যাংক অথবা ঋণ প্রদানকারী সংস্থার নিকট আমার কোন দায়-দেনা নাই।

ঙ) এ কর্মসূচি হতে গৃহীত ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করব না।

তারিখ: .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং

১) মাঠ সংগঠক/মাঠ সহকারী/গ্রামসংগঠক/পরিদর্শক-এর মতামত, স্বাক্ষর, নামাঙ্কিত সিল ও মোবাইল নং

২) সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-এর মতামত-এর মতামত, স্বাক্ষর, নামাঙ্কিত সিল ও মোবাইল নং

৩) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-এর এর মতামত, স্বাক্ষর, নামাঙ্কিত সিল ও মোবাইল নং

দায়বদ্ধকরণ পত্র

যেহেতু বিআরডিবি, পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ তহবিল হতে আমাকে ..... টাকা (কথায় ..... টাকা মাত্র) ঋণ হিসাবে মঞ্জুর করেছে, সেহেতু আমি এতদ্বারা গৃহীত পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ ব্যবহার করে ইতোমধ্যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে কিংবা ইতোমধ্যে যে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত হয়েছে কিংবা বিক্রি হবে তৎসহ আমার হেফাজতে বিদ্যমান উক্ত সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির বিপরীতে এবং পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিআরডিবি অফিসে আমার প্রথম দেনা হিসাবে এবং ঋণ হিসাবে গৃহীত টাকা নিয়মিত মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করে দেবার অঙ্গীকার হিসাবে বিআরডিবি'র নিকট দায়বদ্ধ করলাম।

আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, আমি পারস্পারিক সম্মতিতে তফসিল অনুযায়ী ঋণের টাকা ধার্যকৃত সেবামূল্যসহ পরিশোধ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রইলাম। অন্যথায় এ দায়বদ্ধকরণপত্রের শর্তসমূহের বলে বিআরডিবি আমার নিকট থেকে ঋণের বকেয়া পাওনা টাকা প্রয়োজনে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকেও আদায় করতে পারবেন।

তারিখ .....

মোবাইল নং ----------

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর

নাম : .....

দল : .....

গ্রাম : .....

স্বাক্ষী (১):
স্বাক্ষর

নাম : .....

ঠিকানা : .....

স্বাক্ষী (২):
স্বাক্ষর

নাম : .....

ঠিকানা : .....

জামিনদারের অঙ্গীকারনামা:

আমি (নাম)....., পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণকারী জনাব/বেগম .....আমার পরিচিত। পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণকারীর ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতায় আমি জামিনদার (গ্রান্টার) হিসেবে উক্ত ঋণ পরিশোধের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অফিস কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

তারিখ: .....

স্বাক্ষর : .....

ঠিকানা----------

মোবাইল নং ----------

চুক্তিনামা

(৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে)

এই চুক্তি ..... সালের .....মাসের ..... তারিখ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার ..... উপজেলা, ... জেলা (অতঃপর ইউআরডিও নামে লিখিত, তাঁর পদে যিনিই অধিষ্ঠিত থাকুন অথবা দায়িত্ব পালন করুন না কেন) **প্রথম পক্ষ** এবং জনাব .... পিতা/স্বামী ..... পেশা ..... স্থায়ী ঠিকানা; গ্রাম: ..... ডাকঘর ..... উপজেলা..... জেলা ..... (অতঃপর যিনি 'চুক্তিকারী' বলে সনাক্ত হবেন, যে চুক্তি তাঁর আইন বিষয়ক প্রতিনিধি অথবা উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও বলবৎ থাকবে) **দ্বিতীয় পক্ষ**, এই দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হলো।

এখন, যেহেতু উভয় পক্ষ একটি চুক্তিতে সম্মত এবং চুক্তিকারীকে (দ্বিতীয় পক্ষ) বিআরডিবি'র মাধ্যমে পল্লী উদ্যোক্তা হিসেবে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে, সুতরাং চুক্তিকারী (দ্বিতীয় পক্ষ) ইউআরডিওকে (প্রথম পক্ষ) নিম্নলিখিত শর্তাবলি যথাযথভাবে মেনে চলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন :

১) দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে ..... টাকা ঋণ মঞ্জুর করার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ ঋণের টাকা আসল ও সেবামূল্য বাবদ ..... টাকা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করবেন, যাতে ঋণের সমূদয় আসল ও সেবামূল্য ১৮টি (নতুন ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ১৬টি) মাসিক সমপরিমাণ কিস্তিতে মোট ১৮ (আঠারো) মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হয়।

২) যদি কোন কিস্তি নির্দিষ্ট দেয় তারিখে অপরিশোধিত থাকে তাহলে ঋণের সমূদয় টাকা আসল ও সেবামূল্যসহ অবিলম্বে ফেরৎ চাহিবার নির্দেশনাসহ দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে সমুদয় বকেয়া ঋণের অর্থ আদায়ের জন্য দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দ্বিতীয় পক্ষের কোন আপত্তি থাকবে না।

৩) যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বেচ্ছায় ঋণের মেয়াদপূর্তির পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করতে আগ্রহী হয় অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের আগেই ঋণ পরিশোধ করতে চায়, সেক্ষেত্রেও তাকে পুরো ১৮ মাস মেয়াদের সেবামূল্য পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে Early Settlement এর কোন সুযোগ থাকবে না।

৪) ঋণের মেয়াদ হবে ঋণ বিতরণের তারিখ হতে দেড় বছর বা ১৮ (আঠারো) মাস। এ সময়ের মধ্যে সময়ের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। নতুন ঋণ গ্রহীতা সদস্যের ক্ষেত্রে দুই মাসের গ্রেস পিরিয়ড ব্যতীত ১৬টি সমান কিস্তিতে (পুরাতন ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে কোন গ্রেস পিরিয়ড থাকবে না এবং তাদের জন্য মোট ১৮টি সমান কিস্তিতে) মাসিক ভিত্তিতে কিস্তি পরিশোধের শর্তে এ ঋণ প্রদান করা হবে।

৫) নির্ধারিত ১৮ (আঠারো) মাস সময়ের জন্য এই ঋণের সেবামূল্য ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতিতে বার্ষিক ৯% হারে প্রযোজ্য হবে। তবে ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত ১৮ (আঠারো) মাস সময়কাল অতিক্রান্ত হলে বকেয়া সমুদয় ঋণ (যদি থাকে) খেলাপি হিসেবে গণ্য হবে এবং এই মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণের (আসল) উপর প্রতি বছর ফ্ল্যাট রেটে বার্ষিক ১১% হারে সেবামূল্য ধার্য্য হবে।

৬) দ্বিতীয় পক্ষ কোন কারণে ঋণ খেলাপি হলে এবং তার জমাকৃত সঞ্চয় যথেষ্ট বিবেচিত হলে দ্বিতীয় পক্ষের সঞ্চয় হতে খেলাপি ঋণ সমন্বয় করা যাবে।

৭) দ্বিতীয় পক্ষ ঋণ গ্রহণের প্রাক্কালে ১৮টি কিস্তি পরিশোধ বাবদ ১৮টি স্বাক্ষরিত পোস্ট ডেটেড চেক (নতুন ঋণ গ্রহীতা উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে ১৬টি কিস্তি পরিশোধ বাবদ ১৬টি চেক) ইউআরডিও'র দপ্তরে জমা রাখবেন। দ্বিতীয় পক্ষের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে প্রতি মাসে কিস্তি পরিশোধের তারিখে ঋণের কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ জমা না থাকলে সেক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে চেক প্রত্যাখ্যানের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৮) পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের অর্থ বিজনেস প্ল্যান মোতাবেক নির্ধারিত পল্লী উদ্যোক্তা খাতে বিনিয়োগ করতে দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য থাকবেন।

৯) ঋণ গ্রহণের পর দ্বিতীয় পক্ষের অবর্তমানে (মৃত্যুজনিত কারণে) ঋণের অর্থ দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশগণ পরিশোধের অনিচ্ছা প্রকাশ করলে দ্বিতীয় পক্ষের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের অর্থ আদায় করা যাবে।

১০) এই চুক্তিনামার কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ কর্তৃক আইনানুগ সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১১) অতঃপর অত্র চুক্তিপত্র সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি অথবা ভুল বুঝাবুঝির ক্ষেত্রে তা প্রথম পক্ষের গোচরীভূত করতে হবে এবং প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। চুক্তিকারী নিম্নলিখিত সাক্ষিদের সম্মুখে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে স্বাক্ষর করতঃ চুক্তি সম্পাদন করলেনঃ

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর ও সীল
দ্বিতীয় পক্ষ	প্রথম পক্ষ

নাম :

পিতা/ স্বামীর নাম :

সমিতি/দলের নাম :

গ্রাম :

উপজেলা :

জেলা :

মোবাইল নং :

সাক্ষিগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

সাক্ষীর নাম ও ঠিকানা	ঋণ গ্রহীতার সাথে সম্পর্ক	স্বাক্ষর
১। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ..... ডাকঘর: ..... উপজেলা: ....., জেলা ..... মোবাইল নং ----------		
২। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ....., ডাকঘর: ..... উপজেলা: ....., জেলা ..... মোবাইল নং ----------		
৩। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ....., ডাকঘর: ..... উপজেলা: ....., জেলা ..... মোবাইল নং ----------		

বি:দ্র: সাক্ষি (ঋণ গ্রহীতার পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বা কন্যা/জামাতা/রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়, দলের সভাপতি ও সেক্রেটারির সাক্ষি হিসেবে স্বাক্ষর নিতে হবে)।

Man Security/Guarantor

আমি..... পিতা: ..... গ্রাম: ....., ডাকঘর: ....., উপজেলা: ..... জেলা: .....। আমার পুত্র/কন্যা/ভাই/বোন/স্ত্রী/পিতা/জামাতা/ ..... /পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি, বিআরডিবি এর ..... উপজেলার আওতাধীন..... সমিতি/দলের একজন পল্লী উদ্যোক্তা সদস্য। তিনি গত ..... তারিখ হতে উক্ত পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার পুত্র/কন্যা/ভাই/বোন/স্ত্রী/পিতা/জামাতা/ ..... বিআরডিবি হতে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের পর এ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, পলাতক/আত্মগোপন, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন, প্রতারণা/আর্থিক ক্ষতিসাধন ও ভয় ভীতি প্রদর্শন করলে আমি স্বেচ্ছায় ঋণ গ্রহীতার নিকট প্রাপ্য খেলাপি/সাকুল্য ঋণের অর্থ নগদে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো। উপরে উল্লেখিত যে কোন কারণে সে পলাতক/আত্মগোপন করলে অফিস কর্তৃক সরাসরি আমার এবং সাক্ষিগণের ঠিকানায় যোগাযোগ করলে তাকে উদ্ধারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো। আমি আরো অঙ্গীকার প্রদান করছি যে, উপরোক্ত চুক্তিনামার যে কোন শর্তের বরখেলাপ হলে অফিস আমার/আমাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ আমার/আমাদের স্থাবর-অস্থাবর যে কোন সম্পদ বিক্রয়/আটক করে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ আসল ও সেবামূল্যসহ আদায় করলে আমার/আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না।

আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে এবং কারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে এ অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করলাম।

অঙ্গীকার প্রদানকারীর স্বাক্ষর

স্বাক্ষির নাম ও ঠিকানা	ঋণ গ্রহীতার সাথে সম্পর্ক	স্বাক্ষর
১। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ....., ডাকঘর: ..... উপজেলা: ....., জেলা ..... মোবাইল নং ----------		
২। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ....., ডাকঘর: ..... উপজেলা: ....., জেলা ..... মোবাইল নং ----------		
৩। নাম: পিতা/স্বামীর নাম : গ্রাম: ....., ডাকঘর: ..... উপজেলা: ....., জেলা ..... মোবাইল নং ----------		

ডিমান্ড প্রমিসরী নোট (ডিপি নোট)

(পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণের সময় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পূরণযোগ্য)

এতদ্বারা আমি ..... কোড নং: (দল/সদস্য) ..... অঙ্গীকার করছি যে, প্রস্তাবিত কর্মকান্ডে মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিনিয়োগ না করলে/অপব্যবহার করলে ঋণের সমূদয় টাকা তাৎক্ষণিক ভাবে ফেরত দিতে বাধ্য থাকব বা বিআরডিবি আমার নিকট হতে আদায় করে নিতে পারবে। আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, পল্লী উদ্যোক্তা ঋণের টাকা নির্ধারিত তফশিল অনুযায়ী সেবামূল্যসহ নিয়মিতভাবে পরিশোধে বাধ্য থাকব। ব্যর্থতায় কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর
নাম ও ঠিকানা এবং
মোবাইল নং .....

ঋণ প্রাপ্তি স্বীকার

(পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণের সময় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পূরণযোগ্য)

আমি ..... পিতা/স্বামী ..... গ্রাম: ..... উপজেলা: ..... বিআরডিবি হতে পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ ..... টাকা (কথায় টাকা..... মাত্র) আমার ব্যাংক হিসাব নং....., ব্যাংকের নাম ও শাখা..... এ প্রাপ্তি স্বীকার করছি। আমার ব্যাংক হিসাবে ঋণ স্থানান্তরের পত্রখানা বুঝিয়া পাইয়া স্বাক্ষর করিলাম।

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর
নাম ও ঠিকানা এবং
মোবাইল নং .....

বিতরণকারী কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর

এআরডিও
(স্বাক্ষর এবং নামাঙ্কিত সিল)
মোবাইল নং

ইউআরডিও
(স্বাক্ষর এবং নামাঙ্কিত সিল)
মোবাইল নং

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মকান্ডের বিজনেস প্ল্যান

সদস্যের ছবি আঠা দিয়ে লাগিয়ে ইউআরডিও সত্যায়িত করবেন

১) পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতার নাম : .....

২) পল্লী উদ্যোক্তার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : .....

৩) পিতার নাম : .....

৪) মাতার নাম : .....

৫) স্বামী/স্ত্রীর নাম :.....

৬) পল্লী উদ্যোক্তার মোবাইল নম্বর .....

৭) পল্লী উদ্যোক্তার সমিতি/দলের নাম: .....

৮) গ্রামের নাম: .....

৯) কর্মকান্ডের নাম: .....

ক) স্থায়ী বিনিয়োগ/মূলধন :

ক্র. নং	খাতসমূহের নাম	নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	প্রস্তাবিত ঋণ হতে বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	মোট বিনিয়োগ	মন্তব্য
১.	দোকান ঘর ভাড়া বাবদ/ ঘর তৈরি				
২.	খামার তৈরি/জায়গা ভাড়া বাবদ				
৩.	যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ				
৪.	ফার্নিচার/ডেকোরেশন বাবদ				
৫.					
৬.					
	মোট :				

খ) চলতি বিনিয়োগ/মূলধন:

ক্র. নং	খাত সমূহের নাম	নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	প্রস্তাবিত ঋণ হতে বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	মোট বিনিয়োগ	মন্তব্য
১.	মালামাল/কাঁচামাল ক্রয় বাবদ				
২.	গবাদি পশু হাঁস-মুরগী/মাছের খাদ্য				
৩.	পরিবহন খরচ				
৪.	বিবিধ ব্যয়				
	মোট :				

গ) মোট বিনিয়োগ (ক+খ) **টাকার পরিমাণ : .....**

ঘ) নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ **টাকার পরিমাণ : .....**

ঙ) ঋণ গ্রহণের পরিমাণ **টাকার পরিমাণ : .....**

চ) মাসিক বিক্রয় (বিজনেস পারফরমেন্স)

১. পণ্য বিক্রয় : **টাকার পরিমাণ : .....**

২. অন্যান্য আয় (যদি থাকে) : **টাকার পরিমাণ : .....**

মোট : **টাকার পরিমাণ : .....**

ছ) মাসিক ব্যয় : **টাকার পরিমাণ : .....**

ক্রমিক নং	**খাত সমূহের নাম**
১।	কর্মচারীর বেতন
২।	বিদ্যুৎ খরচ
৩।	কস্ট অব ফান্ড
৪।	কাঁচামাল/পণ্যের ক্রয়মূল্য
৫।	অন্যান্য ব্যয়

জ) মাসিক লাভ (চ-ছ) : **টাকার পরিমাণ : .....**

(মাসিক বিক্রয় – মাসিক ব্যয়)

ঝ) ঋণের কিস্তি পরিশোধ (মাসিক) : **টাকার পরিমাণ : .....**

ঞ) কিস্তি পরিশোধের পর অবশিষ্ট (মুনাফা)(জ-ঝ): **টাকার পরিমাণ : .....**

(মাসিক লাভ-মাসিক কিস্তি পরিশোধ)

ট) ঋণের মেয়াদকালীন মুনাফার পরিমাণ {ঞ×(১৬-ক)}: **টাকার পরিমাণ : .....**

(* ১৬ বলতে ১৬টি কিস্তি বোঝানো হচ্ছে, যা নতুন ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
সূত্রে পুরাতন সদস্যদের ক্ষেত্রে ১৬ এর পরিবর্তে ১৮ কিস্তি প্রযোজ্য হবে।)

(ক: ঋণ গ্রহণের শুরু থেকে প্রথম বিক্রয়ের সময় পর্যন্ত)

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর
(ঋণ গ্রহীতা সদস্য)

** কর্মকান্ডের 4R ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

বি: দ্র: কর্মকান্ডের ধরন অনুসারে বিজনেস প্ল্যান পরিবর্তন হতে পারে।

বরাবর
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
উপজেলা .....
জেলা .....

বিষয়: গৃহীত ঋণের বিপরীতে পোস্টডেটেড চেক জমার রাখার অনুরোধ।

মহোদয়,

আপনার দপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিআরডিবি'র পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচির আওতায় আমি অদ্য ..... তারিখে ..... টাকা (অঙ্কে) ..... টাকা (কথায়) ঋণ গ্রহণ করেছি। ঋণ পরিশোধের সুবিধার্থে আমার ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টের বিপরীতে ১৮টি (নতুন উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে ১৬টি) পোস্টডেটেড চেক স্বাক্ষরপূর্বক আপনার দপ্তরে জমা রাখলাম। এর থেকে প্রতি মাসে একটি করে চেক আপনার দপ্তরের পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমাদানপূর্বক আমার গৃহীত ঋণের কিস্তি গ্রহণের জন্য আপনাকে ক্ষমতা অর্পণ করলাম। আপনার কর্মসূচির ব্যাংক হিসাবে আমার কোন চেক জমাদানের পর তা ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণে আমি বাধ্য থাকবো এবং সেক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হলে আমার পক্ষ হতে কোন ওজর-আপত্তি থাকবে না।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর ও তারিখ .....

ঋণ গ্রহীতার নাম .....

সমিতি/দলের নাম .....

পিতা/স্বামীর নাম .....

গ্রাম/মহল্লা ..... থানা ..... জেলা .....

মোবাইল ফোন নং .....

১ কপি
ছবি

পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ বরাদ্দ প্রদানের চেকলিস্ট

রেজিস্টার নং :----
এন্ট্রি নং :------
পৃষ্ঠা নং :----

১। পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতার নাম :

২। সমিতি/দলের নাম

৩। ঠিকানা : গ্রাম : উপজেলা : জেলা :

৪। মোবাইল নম্বর :

ক্রমিক নং	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসারে করণীয়/তথ্যাদি	যাচাই/বাছাইকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি/দলিলপত্রাদি	মন্তব্য/করণীয়
১	আবেদনপত্র বাছাই প্রক্রিয়া	সঠিক আছে/নেই	
২	ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	যোগ্য/যোগ্যনয়	
৩	উপজেলা পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কমিটির/জেলা/ প্রকল্প/সদর দপ্তরের সুপারিশ	সুপারিশকৃত/সুপারিশ করা হয়নি	
৪	পূর্বের ঋণ গ্রহণ/পরিশোধের অভিজ্ঞতা	আছে/নেই	
৫	জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি	সংযুক্ত আছে/নেই	
৬	সমিতি/দলের সিদ্ধান্তের কপি	সংযুক্ত আছে/নেই	
৭	**বিজনেস প্ল্যান** (ক) কর্মকান্ডের ধরন		
	(খ) পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহীতা নতুন/পুরাতন	নতুন/পুরাতন	দফা নং:.....
	(গ) অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা	সম্ভাব্যতা আছে/নেই	
	(ঘ) উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগ		
৮	উদ্যোক্তার ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি	ছবি সংযুক্ত আছে/নেই	
৯	কর্মকান্ড/বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের ছবি/ বর্ণনা	সংযুক্ত আছে/নেই	

ক্রমিক নং	পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসারে করণীয়/তথ্যাদি	যাচাই/বাছাইকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি/দলিলপত্রাদি	মন্তব্য/করণীয়
১০	অন্য কোন সংস্থায় ঋণ নেই মর্মে পল্লী উদ্যোক্তার অঙ্গীকারনামা	অঙ্গীকারনামা সংযুক্ত আছে/নেই	
১১	ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি	ট্রেড লাইসেন্স আছে/নেই/প্রযোজ্য নয়	
১২	৩০০ টাকার স্ট্যাম্পের উপর ঋণ গ্রহীতার চুক্তিনামা	সংযুক্ত আছে/নেই/বিতরণকালে সংযুক্ত করতে হবে	
১৩	Man Security/ গ্যারান্টার	আছে/নেই/বিতরণকালে সংযুক্ত করা হবে	
১৪	পোস্ট ডেটেড চেক	আছে/নেই/বিতরণকালে সংযুক্ত করা হবে	
১৫	সঞ্চয় জমার পরিমাণ	---------- টাকা	
১৬	ঋণের মেয়াদ	১৮ মাস	
১৭	ঋণ আদায় পদ্ধতি	----------টি মাসিক কিস্তি	
১৮	গৃহীত ঋণের বিপরীতে ---------টি পোস্টডেটেড চেক এবং সেগুলো জমা রাখার জন্য **সদস্যের আবেদনপত্র**	ঋণ প্রদানের সময় সংগ্রহপূর্বক নথিতে রাখা হবে	

৫। জেলা/উপজেলা দপ্তরের মন্তব্য : ঋণ আবেদনপত্র ও বিজনেস প্ল্যান যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেল/সঠিক পাওয়া যায়নি। যেসব প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (১। ---------২। -------৩। ------)সংযুক্ত নেই সেগুলো ঋণ বিতরণের পূর্বে সংগ্রহ করে নথিতে সংরক্ষণ করা হবে।

৬। প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণ :

৭। যাচাইয়ান্তে বরাদ্দের জন্য সুপারিশকৃত ঋণের পরিমাণ :

এআরডিও	ইউআরডিও	ডিপিডি	উপপরিচালক
(স্বাক্ষর, সিল ও মোবাইল নং)	(স্বাক্ষর, সিল ও মোবাইল নং)	(স্বাক্ষর, সিল ও মোবাইল নং)	(স্বাক্ষর, সিল ও মোবাইল নং)

পরিশিষ্ট-১০
(উপজেলার রিপোর্ট)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি
উপজেলা....., জেলা .....

সের নাম.....

(লক্ষ টাকায়)

	তহবিলের বিবরণ			ঋণ গ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা					বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ			রিপোর্টিং মাসে				বছরে			
												আদায়যোগ্য		আদায়		আদায়যোগ্য		আদায়	
	প্রাপ্ত তহবিল	আরএলএফ	মোট তহবিল	মাসে	বছরে	ক্রমপুঞ্জিত			মাসে	বছরে	ক্রমপুঞ্জিত	আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য
						পুরুষ	মহিলা	মোট											
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

ক্রমপুঞ্জিত আদায়		কিস্তি খেলাপি		মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি		সঞ্চয় জমার পরিমাণ		
আসল	সেবামূল্য	সদস্য সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সদস্য সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	মাসে	বছরে	মোট
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯

নাবরক্ষক

এআরডিও

ইউআরডিও

পরিশিষ্ট-১১
(জেলার রিপোর্ট)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি
জেলা .....

মাসের নাম ----------

ক্র. নং	উপজেলা	ঋণ গ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা					বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ			রিপোর্টিং মাসে				বছরে			
		মাসে	বছরে	ক্রমপুঞ্জিত			মাসে	বছরে	মোট	আদায়যোগ্য		আদায়		আদায়যোগ্য		আদায়	
				পুরুষ	মহিলা	মোট				আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য	আসল	সেবামূল্য
১	২	৩	৪			৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
মোট																	

ক্রমপুঞ্জিত আদায়		কিস্তি খেলাপি		মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি		সঞ্চয় জমার পরিমাণ		
আসল	সেবামূল্য	সদস্য সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সদস্য সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	মাসে	বছরে	মোট
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫

হিসাবরক্ষক (জেলাদপ্তর)

উপপরিচালক

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লীভবন, ৫ কাওরানবাজার, ঢাকা
ফোন: ০২-৫৫০১১৭৩০, ইমেইল: jdesp@brdb.gov.bd
www.brdb.gov.bd